NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস উপলক্ষে বিশেষ

'রগচটা' গম্ভীরের প্রতিক্রিয়ায় অবাক হননি পন্টিং ৮

কলকাতা ১৪ নভেম্বর ২০২৪ ২৮ কার্তিক ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.11.2024, Vol.18, Issue No. 153 8 Pages, Price 3.00

'বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত'

বুলডোজার নীতি নিয়ে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর: 'বুলডোজার নীতি' নিয়ে রায় সুপ্রিম কোর্টের। কোনও ব্যক্তি অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বুলডোজার দিয়ে তাঁর বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মামলা দায়ের হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। বুধবার সেই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, পুলিশ-প্রশাসন কাউকে 'দোষী' সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে পারে না। এখন থেকে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবৈধ কাঠামো ভাঙতে গেলেও তা করতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মবিধি মেনেই।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে বুলডোজার মামলার রায় শোনাল বিচারপতি বিআর গভই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। বুধবার বিচারপতি গভই বলেন, 'আমরা বাসস্থানের অধিকারের দিকটি গুরুত্ব সহকারে দেখেছি। সংবিধানের ১৯ এবং ২১তম অনুচ্ছেদেও এর উল্লেখ রয়েছে। বাসস্থানের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। এই ধরনের অধিকার থেকে নিরপরাধ মানুষকে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক।' বিচারপতির মতে, যখন কোনও নির্দিষ্ট বাড়ি কিংবা কাঠামো হঠাৎ করে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অথচ অন্য কাঠামোগুলিকে রেয়াত করা হয়; তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই কাজটি বেআইনি নির্মাণে বাধা দিতে নয়, বরং আইনের ঊর্ধ্বে উঠে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। গভই বলেন, 'এই ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না। কোনও ব্যক্তি বিচার করতে পারেন না, কে দোষী আর কে দোষী নয়। কেউ এ ভাবে আইন হাতে তুলে নিতে পারেন না।' এর পরেই দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, আগে থেকে শোকজ নোটিস ছাড়া কোনও কাঠামো ভেঙে ফেলা যাবে না। নোটিস পাঠানোর পর ১৫ দিন সময় দেওয়া হবে। তার পর বিষয়টি জেলাশাসককে জানানো হবে। জেলাশাসকের নিয়োগ করা নোডাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে ভাঙার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে। এ বিষয়ে সংবিধানের ১৪২ ধারা অনুযায়ী নির্দেশিকাও জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

'বুলডোজার নীতি' নিয়ে আগেও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় গত ১ অক্টোবর অন্তর্বর্তী আদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে বিচারপতি গভই এবং বিচারপতি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোনও বাড়ি কিংবা দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রের উদ্দেশে দুই বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, কোনও ব্যক্তি অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলেও তাঁর বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হবে কেন? বরং বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, 'বুলডোজার পদক্ষেপ' তখনই করা হয়, যখন কোনও বাড়ি বা কাঠামো অবৈধ ভাবে তৈরি হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরে বিচারপতি গাভাই জানান, তাঁরা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মবিধি তৈরি করে দেবেন। এর পরেই শীর্ষ আদালতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা অবৈধ নির্মাণকে বাঁচানোর কথা বলছে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি নিয়মবিধি থাকা উচিত। যদিও রাস্তা কিংবা ফুটপাতের মাঝে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ওই অন্তর্বর্তী আদেশ প্রযোজ্য হবে না, এমনটাও জানায় সুপ্রিম কোর্ট

ভ্রম সংশোধন

বুধবার ১৩. ১১ তারিখের একদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের...' প্রতিবেদনের শিরোনামে 'চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র..' হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ভোট পড়ল নৈহাটিতে, গুলি চললো জগদ্দলে

জগদ্দলে তৃণমূল কং ওয়ার্ড সভাপতিকে গুলি করে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া আছে ভাটপাড়াতেই। ভোট পড়ল নৈহাটিতে, আর গুলি চললো জগদ্দলে। ভোটের আবহে থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতিকে লক্ষ্য করে গুলি করে করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম অশোক কুমার সাউ (৩৫)। তাঁর বাড়ি জগদ্দলের পাল ঘাট রোডের বজরঙ্গ পরিষদের কাছে। তিনি ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি ছিলেন। বাড়িতেই তাঁর সাইবার ক্যাফের ব্যবসা ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির সন্নিকটে জগদ্দল থানার নিকটে বুধবার সকালে চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা অশোক কুমার সাউ। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা আচমকা পায়ে হেঁটে চায়ের দোকানে ঢুকে অশোককে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

স্থানীয় একাংশের অভিযোগ, এলাকায় অবৈধ হুকিং ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠী কাজিয়ার জেরে এই ঘটনা। ঘটনা নিয়ে মৃতের ভাই প্রদীপ কুমার সাউ বলেন, ভাটপাড়ার ১২ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে অবৈধ হুকিং চলছে। হুকিংয়ে যুক্তদের থেকে পুলিশ প্রতিমাসে টাকা নেয়। প্রদীপের অভিযোগ, দাদা থানার সামনে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিল। তখন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সুজল, সাহিল-সহ পাঁচজন অতর্কিতে হানা দিয়ে দাদাকে গুলি করে। প্রদীপের আরও অভিযোগ, বোমা-গুলি কাণ্ডে যাঁদের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ খুঁজছে। তাঁরাই দাদাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করেছে। গুলি কাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, জগদ্দল থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ভাটপাড়ার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ওয়ার্ড সভাপতিকে গুলি করে বোমা মেরে খুন করা হল। বোমাবাজির জেরে ঘটনাস্থলের কাছে বসে থাকা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সক্রিয় সদস্য ৯৩ বছরের গুরু প্রসাদ জয়সওয়াল আহত হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, টুইটে তিনি দাবি করেছেন, গত ২৮ সেপ্টেম্বর যারা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডেকে খুনের চেষ্টা করেছিল। তারাই অশোক সাউকে গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি এনআইএ তদন্তের দাবি করছেন। তাঁর অভিযোগ, যারা তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতিকে খুন করেছে। তারা পার্থ ভৌমিকের পোষ্যপুত্র সোমনাথ শ্যামের ছায়াসঙ্গী। ঘটনার মাস্টারমাইন্ড রাজ পাণ্ডে ভাটপাড়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মনোজ পাণ্ডের ভাগ্না। প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, কলাবাগান জুটমিল লাইন, তিনসুতিয়া লাইন দুষ্কৃতীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চায়ের দোকানে গুলির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ প্রশাসন পুরোপুরি উদাসীন। তাঁর দাবি, একটা সময় ভাটপাড়া-জগদ্দলে দুষ্কৃতীরা জেলে থাকতো, নয়তো এলাকার বাইরে থাকতো। এখন দুষ্কৃতীরা বহাল তবিয়তে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার আলোক রাজোরিয়া বলেন, 'চায়ের দোকানে তিনজন অতর্কিতে হানা দিয়ে স্থানীয় যুবক অশোক কুমার সাউকে গুলি করে। গুলি তাঁর পিঠে লাগে।' প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, হামলাকারীরা একটা বোমাও ফাটায়। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত যুবককে আক্রমণ করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে শীঘ্রই ঘটনার কিনারা করা হবে। ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, 'খুব দুঃখজনক ঘটনা। দলের একজন কর্মী মারা গিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ কমিশনারকে বলেছি।' সাংসদের জোরালো দাবি, তিনি গুন্ডারাজ পরিষ্কার করে ছাড়বেন। এমনকি সবচেয়ে বড় গুন্ডাকেও ভাটপাড়া ছাড়তে হবে। তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক আরও দাবি করেন, কুখ্যাত দুষ্কৃতী পঙ্কজের মদতেই খুনের ঘটনা ঘটেছে। আর এই পঙ্কজ অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ।

পার্থ ভৌমিকের দাবি খন্ডন করে পাল্টা টুইট করে ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে অর্জুন সিং দাবি করেছেন, 'পার্থ ভৌমিক আপনাকে জেনে রাখতে হবে, অর্জুন সিংকে কোনওদিন গুন্ডাদের কেক খাওয়াতে হয়নি। এমনকি অর্জুন সিংকে গুন্ডাদের নিয়ে রাজনীতি করতে হয় না। গুন্ডারা ভয়ে পালিয়ে থাকে, এলাকা ছাড়া হয়।' এরপরই তিনি জন্মদিনের একটা ভিডিও ফুটেজ তুলে ধরেন।

সেই ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, পঙ্কজ আর সোমনাথ শ্যাম একে অপরকে কেক খাওয়াচ্ছেন। সোশাল মিডিয়ায় এই পোস্ট ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিংকে অপদস্থ করতে গিয়ে তৃণমূলকেই চাপে ফেলে দিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

বিক্ষিপ্ত অশান্তিতে সম্পন্ন রাজ্যের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় গোলমাল হলেও ভোটপর্ব মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ছয় কেন্দ্র মিলিয়ে গড় ভোট পড়েছে ৬৯.২৯ শতাংশ। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে তালড্যাংড়া বিধানসভা কেন্দ্রে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে ভোট পড়েছে মোট ৭৫.২০ শতাংশ। সবথেকে কম ভোট পড়েছে নৈহাটিতে- ৬২.১০ শতাংশ। এছাড়া সিতাইয়ে ৬৬.৩৫ শতাংশ, মাদারিহাটে ৬৪.১৪, হাড়োয়ায় ৭৩.৯৫ শতাংশ, মেদিনীপুরে ৭১.৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। ফলে ভোটের চূড়ান্ত হার আরও কিছুটা বাড়বে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

এদিকে বড়সড় কোনও অশান্তি না হলেও বিভিন্ন জেলায় ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত অশান্তি এড়ানো যায়নি। এদিনের উপনির্বাচন পর্বে কমিশনে মোট ৩৪২ টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে বিজেপির পক্ষ সবচেয়ে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে ৬৬টি। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগের সংখ্যা ৫ টি। কংগ্রেস এবং সিপিআইএম পক্ষ থেকে ৩টি করে অভিযোগ এসেছে। এর বেশিভাগই বেআইনি জমায়েত সংক্রান্ত। তবে অধিকাংশ অভিযোগের ই নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার হাওড়ার শ্যামপুর এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্যের ছয়টি উপ-নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ' আসল নির্বাচনটা ২০২৬ সালে হবে, আর আসল নির্বাচনে আমাদের রাষ্ট্রবাদী ও সনাতনীদের কাছে গণতন্ত্রের ডু অর ডাই। আমরা সেটা করে দেখাবো।' শুভেন্দু রাজ্যের ছয়টি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, ' পুলিশ বনাম বিজেপির লড়াই হয়েছে।'

বিস্তারিত জেলার পাতায়

আরজিকর কাণ্ডের পর রাজ্যের ছয় বিধানসভার উপনির্বাচন শাসক দলের জনপ্রিয়তা প্রমাণের অ্যাসিড টেস্ট হিসাবে তুলে ধরছেন কেউ কেউ। কিন্তু ভোটের হারকে যদি এই পরীক্ষার অনুঘটক হিসাবে ধরা হয় তবে পরীক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। দু-একটি কেন্দ্র বাদ দিয়ে আর পাঁচটা উপনির্বাচনের মতোই এই উপনির্বাচনের ভোটের হার ছিল কম। বেশিরভাগ জায়গাতেই ভোট ঘিরে মানুষের মধ্যে কোন উন্মাদনা দেখা যায়নি। যদিও বিরোধীদের দাবি শাসকের সন্ত্রাসের ফলেই বুথ মুখি হতে ভয় পেয়েছেন ভোটাররা। শাসক দলের পাল্টা দাবি ছয় ছয় আসনে হারের লজ্জা লুকোতেই অজুহাত খাড়া করছে বিরোধী শিবির। কার দাবি সত্যি, শেষ হাসি কে হাসবে তার উত্তর পেতে দেরি আছে অনেকটাই। তা জানা যাবে আগামী ২৩ শে নভেম্বর, ইভিএম খোলার পর।

ট্যাব সংক্রান্ত তথ্য পোর্টালে আপলোড করবে পড়ুয়ারাই, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার ট্যাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পড়ুয়া নিজেই পোর্টালে আপলোড করবে। তথ্য ঠিকমতো আপলোড হল কি না, তা যাচাই করার পথও খোলা থাকছে পড়ুয়াদের সামনে। ট্যাবের টাকা গায়েবের ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ক্ষমতা খর্ব করে এমনই সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত দুদিনে ট্যাবের টাকা গায়েব হওয়ার ঘটনায় মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারকে, এমনটাই জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

প্রয়াত নাট্যকার মনোজ মিত্রের গার্ড অব অনার অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী সরকারি পোর্টালের সুরক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয়, বাইরের দু-একজন রয়েছে। পোর্টাল হ্যাক করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার বা এনআইসি-কে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। এনআইসি ইতিমধ্যেই একটা এসওপি তৈরি করেছে এবং কোন কোন হ্যাকার এই কারচুপির সঙ্গে যুক্ত, তাদের চিহ্নিত করেছে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' এরই রেশ ধরে ব্রাত্য বসুর দাবি, 'এই অসাধু কাজের সঙ্গে যুক্ত কেউ ছাড় পাবে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এতদিন পড়ুয়াদের এই সংক্রান্ত তথ্য আপলোড ও যাচাইয়ের ক্ষমতা ছিল শুধু প্রধান শিক্ষকদের হাতে। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যে তিনশোরও বেশি ক্ষেত্রে টাকা গায়েবের অভিযোগ উঠেছে। অর্থাৎ যাদের পাওয়ার কথা তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকে অন্য কারও কাছে চলে গিয়েছে। কোথাও

আবার একই পড়ুয়ার কাছে দুবার ঢুকেছে ট্যাবের টাকা। ভিনরাজ্যে টাকা চলে যাওয়ার খবরও এসেছে। সবটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে সোমবারই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ট্যাব নিয়ে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, শিক্ষাসচিব ছিলেন। আর ছিলেন পাঁচ জেলার শিক্ষা আধিকারিকরা। কালকের বৈঠকেই মুখ্যসচিব পুলিশ ও শিক্ষা দপ্তরকে বেশ কয়েকদফা নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশকে বলেছিলেন, প্রতিটা কেস ধরে ধরে তদন্ত করে গরমিলের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে দোষীদের। এই ভুল ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকদের তদন্তের আওতায় আনার কথাও বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, শিক্ষদপ্তরকে বলা হয়েছে প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে। রাজ্যের মনোভাব আঁচ করে প্রধান শিক্ষকদের একটু সংগঠন ট্যাবের আপলোড সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে প্রধান শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার দাবিও তুলতে শুরু করে। এই আবহেই প্রধান শিক্ষকদের ক্ষমতা খর্ব করে সরাসরি পড়ুয়াদের হাতেই তথ্য আপলোডের ভার অর্পণ করল নবান্ন। অর্থাৎ এবার ভুল হলে সেই দায় সরাসরি পড়ুয়ার উপরই বর্তাবে। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। নিজেদের অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে শুরু করে নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য পুরোটাই আপলোড করার ক্ষমতা থাকবে পড়ুয়াদের হাতে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর ও স্কুল শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে কাজ করবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৭টি স্কুলের মোট ৮৫ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যায়। পুলিশ তদন্তে নেমে মালদহ থেকে এই হাসান আলিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রের খবর, কম্পিউটারে ডিপ্লোমা পাস করেছে হাসান। সে ডেটা-এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করত। অ্যাকাউন্ট 'হ্যাক' করে ট্যাবের বরাদ্দ দশ হাজার টাকা অন্য অ্যাকাউন্ট নম্বরে স্থানান্তরিত করে টাকা গায়েব করার অভিযোগে তিন যুবককে উত্তর দিনাজপুর থেকে গ্রেপ্তার করে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ।

এদিকে, এদিনও ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল পড়ুয়াদের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া ট্যাবের টাকা চলে যায় বিহারের কিষাণগঞ্জের অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকার টিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিসুধা দাস উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিযোগ দায়ের করেছেন পুলিশের কাছে।

দার্জিলিঙের চিড়িয়াখানায় দুই তুষারচিতার নামকরণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন:. সকাল সকাল দার্জিলিং শহরের রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যালের দিকে রাস্তা দিয়ে হাঁটার আগে থমকে যান দার্জিলিঙের পদ্মজা নায়ডু জুলজিক্যাল পার্কের সামনে। চিড়িয়াখানার নতুন দুই অতিথিকে দেখে ভীষণ খুশি দেখাল মমতাকে। বুধবার দুই তুষারচিতা (স্নো লেপার্ড) শাবকের নামকরণও করলেন তিনি। একটির নাম দিলেন 'ডার্লিং', অন্যটির নাম রাখলেন 'চার্মিং'। চিড়িয়াখানার সামনে দাঁড়িয়ে ওই দুটি নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারটি রেড পান্ডারও নামকরণ করেছেন মমতা। কিছুক্ষণ সেখানে ঘুরে সোজা ম্যালের দিকে হাঁটা দেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই তুষারচিতার নাম মুখ্যমন্ত্রী রাখায় স্বাভাবিকভাবে খুশি পার্ক কর্তৃপক্ষ।

গত জুলাই মাসে দার্জিলিঙের পদ্মজা নায়ডু জুলজিক্যাল পার্কে ছয় নতুন অতিথির 'আবির্ভাব' হয়। ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে চারটি রেড পান্ডা এবং দু'টি স্নো লেপার্ড জন্ম নেয়। রাহালা এবং নাকা নামে যে দুটি তুষারচিতা রয়েছে, বুধবার তাদের দুই সন্তানের নাম রাখলেন মমতা। বস্তুত, ওই দু'টি শাবকের জন্মের ফলে চিড়িয়াখানায় তুষারচিতার সংখ্যা বেড়ে ১১ হয়েছে। আর নতুন চারটি শাবকের জন্মের পর বর্তমানে লাল পান্ডার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯টি। মমতা জানান, চার রেড পান্ডা শাবকের নাম পাহাড়িয়া, ভিক্টরি, ড্রিম এবং হিলি।

লাল পান্ডা এবং তুষারচিতার পাশাপাশি হিমালয়ান নেকড়ে, টাকিন, হিমালয়ান নীল ভেড়া, হিমালয়ান থরের মতো বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কৃত্রিম প্রজনন সফল হয়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। অন্য দিকে, বুধবার সকালে হাঁটতে বেরিয়ে ম্যালের পাশে একটি মার্কেট কমপ্লেক্সে ঘোরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। রাস্তার দু'ধারে ভিড় উপচে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু জিনিস কিনেছেন। ছোটদের হাতে চকোলেট গুঁজে দেন। ম্যাল চত্বরে কেনাকাটি করেন। সমানতালে চলে জনসংযোগ।

সোমবার থেকে পাহাড় সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার রিচমন্ড হিলে পাহাড় সফরের দ্বিতীয় দিনে তিনি জিটিএ, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সমস্ত উন্নয়ন বোর্ড পুনর্গঠন করার পাশাপাশি ওই সমস্ত বোর্ডের অডিট, প্রকল্পের অগ্রগতির উপর নজরদারির জন্য 'মনিটরিং সেল' তৈরি করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে তুলতে চারটি 'স্কিল সেন্টার' চালু করার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Asish Majhi S/o. Arabinda Majhi গত ইং ১২/১১/২০২৪ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Asish Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৩/১১/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে Asish Majhi ও Asish Mondal S/o. Arabinda Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Smarajit Ghosh (old name) S/o. Benoy Gopal Ghosh, R/o. Pandua Kulti Road, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Smrajit Kumar Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Smarajit Ghosh & Smrajit Kumar Ghosh S/o. Benoy Gopal Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Swarnendu Ghosh.

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Rana Mukherjee S/o. Tarak Chandra Mukherjee ও Rana Mukhopadhyay S/o. T. Ch. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৯৩ নং এফিডেভিট বলে Tridip Kumar Poddar S/o. Nepal Chandra Poddar ও Tridip Kr. Podder S/o. N. Ch. Podder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৬৮ নং এফিডেভিট বলে Nirendra Nath Paul S/o. Raghunath Paul ও Nirendra Nath Pal S/o. R. N. Pal সাং খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৯১ নং এফিডেভিট বলে Joytiprokash Ray S/o. Brojabashi Ray ও Jyotiprakash Roy S/o. B. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৭০ নং এফিডেভিট বলে Rizaul Hossin Molla S/o. Julfikar Molla ও Rizaul Hossain S/o. J. F. Ali Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭১৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Biswas & Bishwajit Biswas ও আমার পিতা Sambhu Biswas ও B. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭০৫৪ নং এফিডেভিট বলে Sowkoth Mandal & Sowkoth Mondal S/o. Bashed Mandal @ Based Mandal @ Sk. B. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৪২ নং এফিডেভিট বলে Bijendra Shaw S/o. Buddhu Shaw ও Bijendra Show S/o. Lt. B. Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৯০ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Goswami S/o. Braja Kishore Goswami ও Dr. Sanjay Kr. Goswami S/o. B. K. Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৫২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Pranab Ranjan Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Promatha Ranjan Dutta ও Lt. P. N. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Aniruddha Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Aditya Baran Chakraborty ও I. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৩৫ নং এফিডেভিট বলে Naren Das S/o. Nirmal Das ও Naran Das S/o. Sandhya Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Trina Banerjee W/o. Saumya Banerjee ও Trina Basu D/o. P. Kr. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Ramen Ghosh S/o. Ratan Ghosh ও Ramen Ghosh S/o. LTR Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৯৪ নং এফিডেভিট বলে Dinesh Mistri S/o. Jahar Lal Mistri ও Dinesh Mistary S/o. J. L. Mistary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Prabhu Ghosh 15/09/24 নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে Prabhu Ghosh ও Provu Ghosh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Prabhu Ghosh

নাম-পদবী

আমি Mohit Dey, S/O. Manotosh Dey, সাং বকুলতলা পাড়া, পশ্চিম ভাতজাংলা, পোঃ- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-51 1981 0066633 আমার ও পিতার নাম Mohit Kr. Dey, S/O. Monotosh Kr. Dey হইয়াছে। ১৩.১১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিক আদালতের এফিডেভিট বলে Mohit Dey, S/O. Manotosh Dey ও Mohit Kr. Dey, S/O. Monotosh Kr. Dey একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ও হইয়াছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, **রবিউল মোল্লা**, পিতা: গোলাম রাসুল মোল্লা, ঠিকানা: ১২৭ তেঘরিয়া, রাজারহাট নিউটাউন, পোস্ট: কাশিনাথপুর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৩৫, গত ইং ১১.১১.২০২৪ তারিখে বারাসাত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় শ্রেণী আদালতের এফিডেভিট নং ৯৪৯৩ বলে আমার নাম পরিবর্তন করে **রবিউল ইসলাম মোল্লা** করেছি। **রবিউল মোল্লা** এবং **রবিউল ইসলাম মোল্লা** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ।

নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, শ্রী সুদীপ্ত ব্যানার্জি, পিতা প্রয়াত কাশী নাথ ব্যানার্জি, সাকিন ৯৬, কাঁকুলিয়া রোড, ব্লক -৩, ফ্ল্যাট -৪, থানা: রবীন্দ্র সরোবর, পো : শরৎ বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০২৯, মূল বিক্রয় দলিল গোলপার্ক এলাকায় ০১.১০.২০২৪ তারিখে আনুমানিক বেলা ১০ টার সময় হারিয়েছে। ক্রেতা সমিতা রায়, স্বামী সুরজিৎ রায়, রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ -১, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫১৮২৯-৫১৮৬১, দলিল নং ১৯০১০১৭২০-২০১৭ সালের। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি রবীন্দ্র সরোবর থানায় জি ডি নং ১৯৬১, তারিখ ২৯.১০.২০২৪ তারিখে দায়ের করেছি। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলের দ্বারা কোনও লেনদেন করেন তা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে বিবেচিত হবে এবং সমিতা রায় সংশ্লিষ্ট বেআইনি লেনদেন বিষয়ে কোনও দায় দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

সুদীপ্ত ব্যানার্জি
৯৬, কাঁকুলিয়া রোড, ব্লক -৩, ফ্ল্যাট -৪,
থানা : রবীন্দ্র সরোবর, পো : শরৎ বোস
রোড, কলকাতা : ৭০০০২৯

BEFORE THE HONOURABLE STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISION WEST BENGAL, 11A, MIRZA GHALIB STREET (GROUND FLOOR)

NOTICE

TO,
1. Shri Soumya Kanti Das, Son of unknown, Resident of Tamali Villa, Old Kapasdanga, Post Office and Police Station - Chinsurah, District - Hooghly, Pin code-712103, West Bengal.
2. The Manager, of MAX LIFE INSURANCE, Having office at La Vida Mall, 2nd Floor, CK-III, sector II, Near Tank no. 9, Salt Lake City, District - North 24 Parganas, Kolkata - 700091, West Bengal.
Whereas, **Shri Manojit Majhi**, Son of Late Sufol Majhi, Resident of Kanagar, Dakshinpara, Post Office- Naldanga, Police Station- Chinsurah, District - Hooghly, Pin code - 712123, West Bengal has instituted an Appeal petition being no. **A/403/2023** against you.
Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench II of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **13th day of December, 2024 at 10.30 O'clock** in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence.
Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 24th Day of September, 2024.

By Order
Registrar
State Consumer Disputes Redressal Commission

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর জেলা জর্জ আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

২০২৪ সালের ৬১ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা

দরখাস্ত কারিনী **শ্রীমতি রানু চক্রবর্ত্তী**, স্বামী ৺মলয় কুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম- কেওটা লাট বাগান, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ- সাহাগঞ্জ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪ ।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারিনী উপরিউক্ত আদালতে জেলা হুগলী, থানা উত্তরপাড়ার সামিল বড়বেহেড়া মৌজাস্থিত ৫ নং জে. এল. ভুক্ত নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন সাবেক ১৭৪ নং দাগ তথা হাল. ৮১৫২, ৮১৫৩ এবং ৮১৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১২০ নং দাগের ভিটি /বাস্ত সম্পত্তির পরিমান ১৲ (ষোল) আনায় ০.০৩৭ একর তন্মধ্যে নাবালক **রিমো চক্রবর্ত্তীর** নামিত অবিভক্ত ১/৩ অংশে ০.০১৩ একর তথা নিজ দিগের অর্থাৎ মোট ১৲ (ষোল) আনা সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে অনুমতি লইবার প্রার্থনায় উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ণ করিয়াছেন।

এক্ষনে, উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া কাহারো কোনরূপ ওজর আপত্তি বা দাবি দাওয়া থাকিলে বা রহিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার দিন হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্ত আমমোক্তার/ উকিলবাবু দ্বারা উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইয়া নিজ বা নিজ দিগের বক্তব্য দাখিল করিবেন, নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমায় আইনানুগ, শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
সুদেষ্ণা সাধু (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর জেলা জর্জ আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

DECLARATION

I, SOIB RAJA S/O Md. Ali residing at H/No. 15, BL. No. 23, P.O.- Jagatdal, P.S.- Bhatpara, Dist - North 24 Parganas, PIN- 743125 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 12.11.2024 that my actual and correct name is SOIB RAJA and my son AFROZ RAJA's correct and actual name is AFROZ RAJA and these are recorded in our Voter, Aadhar and PAN cards but in my son's Madhyamik admit card, registration and marksheet, his name has been recorded as AFROZ REZA and father's name as SOIB REZA inadvertently. AFROZ RAJA and AFROZ REZA i.e. my son is the same and one identical person and myself SOIB RAJA and SOIB REZA is the same and one identical person.

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী প্রশান্ত হাইত, পিতা-প্রভাষ হাইত, গ্রাম রঞ্জপুর, পোষ্ট-পশাপুর, থানা- জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০৮। গত ২৩.১০.২০২৪ তারিখে সুকান্তপল্লী বাজার থেকে আমার একটি নথিবদ্ধ দলিল যার নং-৩৫৮৮/ ১৯৯৩ হারিয়ে গেছে। এই মর্মে ২৯.১০.২০২৪ তারিখে জাঙ্গীপাড়া থানায় একটি জি.ডি. যার নং. 129P, Dt. 29.10.2024 করানো হয়েছে। যদি কেউ উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন তাহলে ৯৭৩২১২৪০৫৫ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।

প্রশান্ত হাইত

শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় দীং ইংরাজীর ২১.০৯.১৯৯০ তারিখে শ্রী বিমল কুমার দাস মহাশয়কে ২৯১ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী অমরেশ দাস মহাশয় জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন পরীরানী দাস মহাশয়াকে। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-সাঁতরাগাছি, জে.এল.-১০৪, হাল দাগ নং-৯৯৬।

শেখ আঙুরা বেগম দীং ইংরাজীর ০৮.০২. ২০২৩ ও ২৩.১১.২০২৩ তারিখে নাসিরুদ্দিন লস্কর মহাশয়কে ০৫০১৩০১০১৩, ০৫১৩০১০১৪ ও ০৫০৪০৬৭৮৪ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, ডোমজুড় এঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ও হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী ২, বর্তমানে এই দলিল বলে নাসিরুদ্দিন লস্কর মহাশয় জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন তানজিলা বেগম খান মহাশয়াকে। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-উনসানী, জে.এল.-১১০, হাল দাগ নং-২৫৯৮৮।

আব্দুল কাশেম খাঁন মহাশয় ইংরাজীর ৩০.০৮.২০১২ তারিখে আজিজ আলি খাঁন মহাশয়কে ১১৫৬ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে রুকসানা বেগম জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.- ০২, হাল দাগ নং-২৭৫৫।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)**শ্রী সৌমেন পাল** ২)**শ্রী সন্দীপ পাল** উভয়ের পিতা শ্রী জয়দেব পাল সাকিম - গ্রাম শান্তিপুর, পোঃ মুসাপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন 712405 বিগত ইং ০৩/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯৪১/২০২৩ নং দলিল বলে আমার মক্কেলগণ **শ্রীমতি সবিতা দে** স্বামী শ্রী ধনঞ্জয় দে সাকিম - গ্রাম আলমপুর, পোঃ ইলাহিপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন 712707 এবং **রাধারাণী সাঁতরা** স্বামী কার্তিক চন্দ্র সাঁতরা সাকিম - গ্রাম মামুদপুর, পোঃ জগৎনগর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন 712409 মহাশয়াগণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেলগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৪১/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)**শ্রী সুধীর দেবনাথ** পিতা ৺শচীন্দ্র দেবনাথ ২)**শ্রীমতি ইভানা দেবনাথ** স্বামী সুধীর দেবনাথ উভয়ের গ্রাম চন্ডীনগর, পোঃ হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন 712403 এবং বিগত ইং ০৭/০৮/২০২৪ তারিখে ARA-ll কলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09554/2024 নং দলিল মুলে ১) **শ্রী সুমন দেবনাথ** পিতা সত্যেন্দ্র দেবনাথ ২) **কৃষ্ণা দেবনাথ** স্বামী সত্যেন্দ্র দেবনাথ উভয়ের গ্রাম চন্ডীনগর, পোঃ হরীপাল, জেলা হুগলী, পিন 712403 মহাশয়/মহাশয়াগণকে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা মালিয়া, ১২৩ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৩৪ নং দাগে শালি জমি, ৪৩৫ নং দাগে ভিটি জমি, ও ৪৩১ নং দাগে শালি জমি, এবং তিনটি খতিয়ান যথাক্রমে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৬৫৩, ২৬৫৪ খতিয়ানে ০.১৭ শতক ও ২৬৫৬ নং খতিয়ানে ১৫.৩৬ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)**শ্রী সুধীর দেবনাথ** পিতা ৺শচীন্দ্র দেবনাথ ২)**শ্রীমতি ইভানা দেবনাথ** স্বামী সুধীর দেবনাথ ও ১) **শ্রী সুমন দেবনাথ** পিতা সত্যেন্দ্র দেবনাথ ২) **কৃষ্ণা দেবনাথ** স্বামী সত্যেন্দ্র দেবনাথ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রী নিমাই চরন ঘোষ মহাশয়ের কাছ হইতে শ্রীমতি মৌসুমী আদক মহাশয়া খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া গত ইংরাজীর ০৫.০৬.২০২৩ সালে শ্রী মধুসূদন মন্ডল মহাশয়কে ০৫০২০৫৩৫৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়া এ. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে শ্রী মধুসূদন মন্ডল মহাশয় এই দলিল বলে শ্রী মৃনাল সরকার মহাশয়কে জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-কোনা, জে.এল.-১০৭, হাল দাগ নং-৬৮২।

শ্রীমতি গীতা দেবী মহাশয়া ইংরাজীর ২৮.০৩.২০২৩ সালে শ্রী মধুসূদন মন্ডল মহাশয়কে ০৫০২০৯০০১ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়া এ. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে শ্রী মধুসূদন মন্ডল মহাশয় এই দলিল বলে শ্রী পিন্টু বর্মন মহাশয়কে জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-কোনা, জে.এল.-১০৭, হাল দাগ নং-২৩৫।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই নভেম্বর। ২৮ শে কার্তিক । বৃহস্পতিবার ।ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপুর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী ব্রত। শুভ কর্ম । অন্নপ্রাশন।গাত্রহরিদ্রা। অব্যুড়ান্ন। গৃহ প্রবেশ। দীক্ষা। শান্তি স্বস্ত্যয়ন।শিল্পারম্ভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এবার নাম জড়ালো হাওড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাজ্যের ট্যাব কেলেঙ্কারিতে পিছিয়ে নেই হাওড়াও। হাওড়ার ৩০ টি স্কুলের প্রায় ১২৪ জন ছাত্রছাত্রীর নিজেদের ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যায়। এরপরই বাংলা শিক্ষা পোর্টালের ট্যাব দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আসে। হাওড়া জেলার প্রায় ৩০টি স্কুলের ১২৪ জন ছাত্রের ট্যাবের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। উত্তর হাওড়ার সালকিয়া বিদ্যাপীঠ ও ঘুসুড়ি শ্রী হনুমান হিন্দি হাই স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ১৩ জন ছাত্রের ট্যাবের টাকাও অন্য অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ পার্শ্ব শিক্ষকরাও পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই মুহূর্তে হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন বাংলা শিক্ষা পোর্টালে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত তথ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ সঠিকভাবেই দেওয়া হয়েছিল। যদিও কিভাবে এই বেনিয়ম হল তা তারা বুঝে উঠতে পারছেন না।

২০২৬-এ হবে আসল নির্বাচন, সনাতনীদের গণতন্ত্রের ডু অর ডাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার হাওড়ার শ্যামপুর এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্যের ছয়টি উপ-নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আসল নির্বাচনটা ২০২৬ সালে হবে, আর আসল নির্বাচনে আমাদের রাষ্ট্রবাদী ও সনাতনীদের কাছে গণতন্ত্রের ডু অর ডাই। আমরা সেটা করে দেখাব।' শুভেন্দু রাজ্যের ছয়টি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, 'পুলিশ বনাম বিজেপির লড়াই হয়েছে। শুধু হাড়োয়াতে সিপিএম-আইএসফ লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও পারেনি সেইভাবে। এছাড়াও বাকি স্থানে বিজেপির কর্মীরা লড়াই করেছে। বুথগুলো লুট করতে পারেনি। মেদিনীপুরে আমাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ধীমান কোলেকে মিথ্যা মামলাতে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়াও ২৫ জনের বেশি পোলিং এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে। একইভাবে আদিবাসী প্রার্থী রাহুল লোহার, তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তারপরেও যে ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে আমরা তার তথ্য নিচ্ছি। গত চারটি উপ নির্বাচনে তৃণমূল যেভাবে হিন্দু ভোটারদের আটকেছিল। এবারে আংশিকভাবে হয়তো সফল হয়েছে। ইলেকশন কমিশন, অবজার্ভর, সিও মমতার ক্যাডার আরিফ আফতাব এদের ভূমিকা জঘন্য ছিল।'

কলকাতার দেব-দীপাবলির দিনে বাতিল একাধিক চক্র রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেব-দীপাবলি পালনের দিনে চক্ররেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটবে বলেই জানাল পূর্ব রেল। উত্তর প্রদেশের বেনারসে গঙ্গার ঘাটে পালিত হয় দেব-দীপাবলি। সেই ধাঁচেই সম্প্রতি কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটেও কলকাতা পুর নিগমের উদ্যোগে শুরু হয়েছে দেব-দীপাবলি পালন। আর এর জেরেই আগামী ১৫ নভেম্বর শুক্রবার চক্র রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে বলেই নির্দেশিকায় জানাল পূর্ব রেল। ৩৩৩২২ হাসনাবাদ-বিবাদীবাগ লোকাল, ৩০১৪৫ বিবাদীবাগ-কৃষ্ণনগর লোকাল-সহ বেশ কিছু রেল মাঝেরহাট-বারাসাত লোকালটালা হয়ে কলকাতা স্টেশন অবধি চলবে। ৩৩৩৪৪ বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকাল বারাসাত অবধি চলবে। এছাড়া রুট পরিবর্তন হয় বেশ কিছু লোকাল ট্রেনের তালিকা। এছাড়া শিয়ালদা-বারুইপুর স্পেশ্যাল শিয়ালদা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা ১০ মিনিটে ছাড়বে ও ৩৩৪৫১ বালিগঞ্জ রুটের পথে যাবে।

লেখিকা পদ্মিনী দত্ত শর্মার নতুন বই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঁচে থাকার কবিতা, ঘুরে দাঁড়ানোর লেখা লিখেই জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক খ্যাতসম্পন্না দ্বিভাষিক লেখিকা পদ্মিনী দত্ত শর্মা। মানুষের নানা দিকের বিশ্লেষণ, বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। যার লেখা পড়ে অনেক ভেঙে পড়া মানুষ পায় আলোর ঠিকানা, নিরাময় আর অনাবিল আনন্দ। পদ্মিনী তার পাঠকদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জায়গা করে দিতে ভালোবাসেন, এমনকি যখন তিনি লিঙ্গ অধিকার বা সম্পর্কের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলি ফুটিয়ে তোলেন।

পদ্মিনী দত্ত শর্মার ১৬তম সৃষ্টি, 'মেক লাভ টু ইয়োর অবসেশনস'। মানুষের অবসেশনগুলোর ওপর ভিত্তি করে লেখা একটি গদ্য কবিতা বই।

রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পূর্ব রেলের বিশেষ লোকাল ট্রেন পরিষেবা

নজস্ব প্রতিবেদন: রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৫ নভেম্বর শুক্রবার থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত শিয়ালদা-শান্তিপুর শাখার সমস্ত আপ ও ডাউন ইএমইউ ট্রেনগুলির জন্য বাথনা কৃত্তিবাস হাল্ট স্টেশনে অতিরিক্ত যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৬-১৭ নভেম্বর (শনিবার-রবিবার) ও ১৭-১৮ নভেম্বর (রবিবার-সোমবার) মধ্যবর্তী রাতে শিয়ালদা -শান্তিপুর শাখায় একটি বিশেষ ইএমইউ ট্রেন চালানো হবে। বিশেষ ইএমইউ ট্রেনগুলি উভয় দিকে যাত্রা পথে সকল ফ্ল্যাগ এবং হাল্ট স্টেশনে থামবে ।

অক্সফোর্ড বুকস্টোরে হতে চলেছে এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্ক স্ট্রিটে শতাধী প্রাচীন অক্সফোর্ড বুকস্টোরে আয়োজিত এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব এবার পা রাখল দশম বর্ষে। এই অনুষ্ঠানের সূচনা হবে আগামী ১৫ নভেম্বর শুক্রবার অক্সফোর্ড বুক স্টোরেই। ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর তিন ধরে চলবে এই বাংলা সাহিত্য উৎসব। এই তিনদিনে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে উপস্থিত থাকবেন বাংলা সাহিত্য জগতের বরেণ্য বক্তিত্বরা।

এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসবের পরিচালক এবং অক্সফোর্ড বুকস্টোরের সিইও স্বাগত সেনগুপ্ত জানান, এবার ১০ তম বার্ষিকীর উৎসবে থাকছে বাছাই করা মোট ১৪টি অধিবেশন, যেখানে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। এর মধ্যে থাকছে শিশু সাহিত্য থেক রাজনীতি সিনেমা, কবিতা, খেলাধুলো এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের শতবার্ষিকী উদযাপন।

ইচ্ছামতী নদী সংস্কারে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষকে প্লাবনের সমস্যা থেকে পাকাপাকি ভাবে মুক্তি দিতে রাজ্য সরকার ইছামতী নদী সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছে। ওই নদীর নাব্যতা হারানোর সমস্যার জেরে প্রতি বর্ষায় দুই মহকুমার বাসিন্দারা প্লাবনের কবলে পড়েন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহায়তা মেলায় রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকেই এই সংস্কারের কাজ করা হবে বলে রাজ্যের সেচ দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর জেলা প্রশাসন সমীক্ষার কাজ শেষ করেছে। সেচ, ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা নদী পরিদর্শন করেন। কীভাবে খনন হবে, তার রুটম্যাপ তৈরি হয়েছে। নদীতে কোন জায়গায় গভীরতা কত, তা মাপা হয়েছে। নাব্যতা কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ কী, তাও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

নদীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কি করা প্রয়োজন তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই নদী সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। সেচদপ্তরের পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে, ইছামতীর তলদেশে পলি জমে পাঁচটি বড় ঢিবি তৈরি হয়েছিল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, ২৬ কার্তিক, বৃহস্পতিবার

লর্ডসের মোড়ে সান্ধ্য বাজারে আগুন

১৬ টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। লর্ডসের মোড়ে ঝুপড়িতে সন্ধেয় হঠাৎ-ই ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের ১৬টি ইঞ্জিন। লর্ডসের মোড়ে সান্ধ্যবাজারে আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, লর্ডসের মোড়ের পিছনের দিকে একটা বাজার রয়েছে। বাজারের ধার ঘেঁষেই রয়েছে ঝুপড়ি। অত্যন্ত জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর কাজ করেন। কিন্তু দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। সেখান থেকেই আগুন লেগেছে বলে জানান দমকলকর্মীরা। সঙ্গে এও জানান, আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই প্রবল, যে আগুনের উৎসস্থল পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেননি দমকলকর্মীরা। প্রথমে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। পরে আরও ৬টি ইঞ্জিন যায়। দমকলের ১৬টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকায় যানজট তৈরি হয়েছে।

যাদবপুরের ট্রাফিক গার্ড যান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। দমকল কর্মীরা জানাচ্ছেন, ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে অসুবিধা হচ্ছে। আগুনের উৎসস্থল পর্যন্ত পৌঁছনোই সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের ইতিমধ্যেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৯ সালে এখানে আগুন লেগেছিল। তার আগে ২০১৬ সালেও এখানে আগুন লাগে। তখনও অন্তত ১৭টি দোকান পুড়ে গিয়েছিল। ফের আগুন লাগল ২০২৪ সালে। এদিকে বাজারের কাছেই একাধিক বহুতল রয়েছে। সেখানেও ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বার বার একই বাজারে আগুন লাগে। এদিন কীভাবে আগুন লেগেছিল তা বোঝা যায়নি। তবে দমকলের একের পর এক ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা ইএম বাইপাসের ঝুপড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, এক বাড়ি থেকে ছড়িয়েছিল আগুন। ঠিক তারপরের দিন ফের খাস কলকাতায় বাজার এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল।

বিনীত গোয়েলের নাম সামনে আসতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

আরজি কর কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে আরজি কর ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাই। সঞ্জয় প্রিজন ভ্যান থেকে গলা তুলে জানায় তিলোত্তমার ঘটনায় তাকে ফাঁসাচ্ছেন এই আইপিএস। সেই নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চাইলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার অর্থাৎ ১২ নভেম্বর শিয়ালদা আদালত থেকে বেরনোর সময় প্রিজন ভ্যান থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি নাম বলে দিচ্ছি। বড় বড় অফিসার রয়েছে। বিনীত গোয়েল, ডিসি স্পেশ্যাল চক্রান্ত করে ফাঁসিয়েছে আমায়।'

এদিনের এই ঘটনার পর থেকে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। যে প্রশ্ন বারবার বিরোধীরা তুলছিলেন, তিলোত্তমার ঘটনায় আরও অনেকে জড়িয়ে রয়েছে কি না সে ব্যাপারেও শুরু হয়েছে জল্পনা। শুধু তাই নয়, জুনিয়র চিকিৎসকরা আরজি কর-কাণ্ডে আগেই প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তারপর তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা। তাঁদের সেই দাবি মেনে নেয় রাজ্য সরকার। পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বিনীত গোয়েলকে। কিন্তু এই সবের মধ্যেই অভিযুক্ত এমন এক বিস্ফোরক দাবি করায় সম্পূর্ণ ঘটনা এক আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যপাল বোস। তিনি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে ঘটনাটি যথাযথভাবে তদন্ত করে দ্রুত তথ্য প্রমাণ-সহ রাজ্য সরকারের অবস্থান জানানো হয়।

বিপাকে পার্থ, জামিন সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি অনিশ্চিত। বিচারক পার্থ মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল বুধবার। শুনানির শুরুতেই ইডি-র তরফে আইনজীবী ভাস্কর মুখে াপাধ্যায় আবেদন করেন, এই মামলা যাতে এই এজলাসে শুনানি না হয়। তার কারণ, ইডি-র তরফ থেকে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি বিচারক শুভেন্দু সাহার এজলাসে হচ্ছে, তাই মামলা সরাতে চায়। এরপরই বিচারক সিদ্ধান্ত নেন, আগে নিষ্পত্তি হোক, কোন এজলাসে এই মামলা অর্থাৎ ইডি-র প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে। তার পরবর্তীতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের মামলার শুনানি হবে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২২ নভেম্বর সেই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে। এদিকে এই ঘটনায় পার্থর জামিন আদৌ এবছরের মধ্যে সম্ভব কি না তা নিয়েও তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। এদিকে এই মুহূর্তে তিনি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি। শারীরিক অসুস্থতাও বাড়ছে। আর বারবার এই যুক্তিতেই তাঁর জামিন পেতে তৎপর আইনজীবীরা। কিন্তু দুই তদন্তকারী সংস্থার টানাপোড়েনে তা পিছিয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার পর থেকে তাঁর জামিন মামলা ক্রমশ পিছিয়েই যাচ্ছে। আসলে এই সংক্রান্ত মামলায় ইডি চায়, প্রাথমিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সব মামলা ইডি বিশেষ আদালতে শুনানি হোক। অর্থাৎ একজন বিচারকই দুর্নীতি মামলার শুনানি করুন। এরপর বুধবার বিচার ভবনে বিশেষ সিবিআই আদালতে হওয়ার কথা ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি। ইডির আবেদনের কথা মাথায় রেখে এই যুক্তিতে এদিন তাঁর জামিন মামলার শুনানি হল না।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে জোরালো তথ্য-প্রমাণ পেশ করতে তৎপর এই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকেরা। বিচারকের কাছে সাক্ষীদের গোপন জবানবন্দি করানোর আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিবিআই।

অপরিসর স্থানে সভার অনুমতি পেলেও শুভেন্দুকে সতর্ক থাকার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়ার শ্যামপুরে জনসভা করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। সভার অনুমতি দিলেও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হুঁশিয়ারির সুরে বুধবার বিতারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, 'মুচলেকা দিলে জীবন বাঁচানো যায় না।'

হাওড়ার শ্যামপুরে কামারপুর রোড। দেউলি বাজার জংশন এলাকায় বুধবার সভা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু যে মাঠে সভা হবে সেখানে যাওয়ার জন্য রাস্তা অত্যন্ত সরু। ফলে সেখানে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা নিয়ে বিরোধী দলনেতার কনভয় ঢোকা-বের হওয়া কষ্টকর। আদালতে এমন যুক্তি দেয় পুলিশ। পাল্টা আদালতে বিজেপির আইনজীবী সওয়াল করেন, নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। এমনকী, মুচলেকা দেওয়ারও দাবি করেন তিনি।

এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'মুচলেকা দেওয়ার পরও যদি কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তারপরও জীবন বাঁচানো যায় না। ওই মাঠে হাজার দেড়েক লোক নিয়ে সভা করতে পারবে বিজেপি। শুধু বিরোধী নেতা ছাড়া আর কেউ গাড়ি নিয়ে মাঠের কাছাকাছি যেতে পারবেন না। সবাইকে হেঁটে যেতে হবে বড় রাস্তা থেকে।' একই সঙ্গে বিচারপতির মন্তব্য, 'এই শেষবারের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। জাতীয় সড়কের ধারে সভা করলেও আমি অনুমতি দেব। কিন্তু এরপরে সভার জন্য অন্তত ২০ মিটারের কম চওড়া রাস্তা হলে, সেখানে সভার অনুমতি দেওয়া হবে না।' কারণ বিচারপতির যুক্তি, জেড ক্যাটাগরি ভিআইপি-র কোনও ঘটনা ঘটে গেলে পুলিশের কিছু করার থাকবে না।

ময়দানে ৪ বছর পরে ফের চলবে ট্রাম, চলছে গাছ কেটে তার লাগানোর কাজ। ছবি: অদিতি সাহা

উপনির্বাচনে নৈহাটিতে মানুষের উৎসাহে ভাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উৎসবের মেজাজে ভোট চোখেই পড়ল না নৈহাটিতে। বুধবার উপনির্বাচনে ঘিরে নৈহাটিতে মানুষের উৎসাহে ভাটা ছিল। বুথে বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন অমিল ছিল। নৈহাটি শহর-গ্রামীণ এলাকা জুড়ে দাপিয়ে বেড়াল শাসকদলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী। নৈহাটি কেন্দ্রে বিরোধীদের বুথ ক্যাম্প চোখেই পড়ল না। কোথাও বিরোধী এজেন্টদের বসতে বাধা, আবার কোথাও বিরোধী এজেন্টদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। এদিন বেলায় জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বকুলতলা সুকাই সাউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ নম্বর বুথে ১০০ মিটারের মধ্যেই এক মাঝবয়সিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। ওই ব্যক্তির পকেটে তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে-র ব্যাচ ছিল। তাঁর নেতৃত্বেই ওখ ানে ছাপ্পা ভোট চলছিল বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যম ঘিরে ধরতেই তুমুল বচসায় জড়ালেন ওই তৃণমূল কর্মী। অবশেষে পুলিশ ওই তৃণমূল কর্মীকে বুথের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্রের অভিযোগ, কোথাও

বুথ এজেন্টদের বসতে ভয় দেখানো হয়েছিল। আবার কোথাও বুথ এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আরও অভিযোগ, বেশ কিছু জায়গায় বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে মানুষ ঠিকমতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ নাথ সরকার বলেন, কোথাও বাড়িতে গিয়ে, আবার কোথাও রাস্তায় ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে। অনেকে ভয়ে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেননি।

তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের মেশিনারি অবাধ নির্বাচন করতে ব্যর্থ। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে তাঁরা সমস্ত বুথে এজেন্ট দিতে পারেননি বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস প্রার্থী। অপরদিকে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, উপনির্বাচনে সাধারণতঃ ভোটের শতাংশ কম হয়। তবে এত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এর আগে কখনও হয়নি। নৈহাটির মানুষ শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট সম্পন্ন করেছেন।

নির্বাচনের দিন নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে পুণ্যার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি-সহ রাজ্যের ছয়টি কেন্দ্রের উপনির্বাচন ছিল বুধবার। মন্দিরের সামনে নৈহাটি বড়কালী পূজা সমিতির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে নোটিস দিয়ে জানানো হয়েছে, উপনির্বাচনের জন্য এদিন মন্দির বন্ধ থাকবে। কিন্তু দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা বড়মার কাছে পুজো দিতে এসে এদিন সকাল থেকেই মন্দিরের সামনে লাইনে দাঁড়ান। এমনকী মন্দির বন্ধ থাকার দরুন ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুণ্যার্থীরা। অভিযোগ, নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বড়মাকে পুজো দেন। পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরোতেই তৃণমূল প্রার্থীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ভক্তরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে বন্ধের বিষয়ে

সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও আপডেট দেওয়া হয়নি। শুধু মন্দিরের সামনে একটা নোটিস টাঙানো রয়েছে। সেটা তো সবাই দেখতে পায়নি। যদিও পরে মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ নিয়ে বড়কালী পূজা সমিতির ট্রাস্টের সদস্য অরিত্র ব্যানার্জি বলেন, আশেপাশে বুথ থাকার জন্য ফেসবুক পেজে মন্দির বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। তবুও ভক্তরা এদিন পুজো দিতে আসেন। পুজো দিতে না পারায় ভক্তরা ক্ষোভ দেখান। যদিও পরবর্তীতে ভক্তদের মাকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি নেতা নয়ন দে'কে গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ছ'টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন চলছে। তার মধ্যে মেদিনীপুর অন্যতম। আর এই মেদিনীপুর কেন্দ্রের নির্বাচন নিয়েই বুধবার সকালে বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা যায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগের রাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার মেদিনীপুরের বিজেপি নেতা নয়ন দে-কে গৃহবন্দি করে রেখেছে পুলিশ। তাঁকে বাড়ির বাইরে বেরতে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছেন বিরোধী দলনেতা। বিকেল চারটে নাগাদ শুনানি হবে। পাশাপাশি বিজেপির তরফে শিশির বাজোরিয়া কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই অভিযোগই খ ারিজ কমিশনের।

বুধবার শুভেন্দু নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। বিরোধী দলনেতা লেখেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ ভোট প্রভাবিত করতে ও তৃণমূলকে জেতাতে মেদিনীপুরের বিজেপি নেতা নয়ন দে'কে গৃহবন্দি করে রেখেছে। ক্রমাগত তাঁর বাড়ির উপর নজর রেখে চলেছে।

যদিও, শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগ নস্যাৎ করল কমিশন। পুলিশ রিপোর্টে জানিয়েছে,ওই বাড়ির সামনে আদৌ কোনও পুলিশ মোতায়েন নেই। সেক্টর অফিসার এবং কিউআরটি টিমও একই রিপোর্ট দিয়েছে কমিশনে।

গ্রেপ্তারির পরেও কুন্তলের অ্যাকাউন্টে 'দুর্নীতির টাকা' ঢুকেছে, দাবি ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের জামিনের বিরোধিতা করে বুধবার ইডি-র তরফে জানানো হয়, তৃণমূলের তৎকালীন যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করার কয়েক দিন পরেও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঢোকে। ওই টাকার উৎস সম্পর্কে এখনও সদুত্তর দিতে পারেননি অভিযুক্ত। গ্রেপ্তারির পরেও হুগলির বলাগড়ের বাসিন্দার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 'দুর্নীতির টাকা' ঢুকেছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের। সম্প্রতি জামিনের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন কুন্তল। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখ। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযানের পর হুগলির তৎকালীন তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বস্তুত, বুধবারই কুন্তলের জামিন মামলার শুনানি শেষ হয় হাইকোর্টে। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ রায় ঘোষণা স্থগিত রাখেন।

প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় নাম জড়ায় কুন্তলের। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের 'ঘনিষ্ঠ' তথা নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল তদন্তকারীদের কাছে দাবি করেন, ৩২৫ জন শিক্ষক পদপ্রার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা নিয়েছেন কুন্তল। বাঁকা পথে তৎকালীন যুবনেতার কাছে সব মিলিয়ে ১৯ কোটি টাকারও বেশি পৌঁছয় বলে দাবি করে সেই সংক্রান্ত কিছু তথ্য-প্রমাণও তদন্তকারীদের হাতে দেন তাপস মণ্ডল।

সপ্তাহান্তেই মহানগরে পারদ পতনের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে ঠান্ডা আমেজের আশা বাংলা জুড়ে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহের শেষেই তাপমাত্রা নামবে সম্ভাবনা। জলীয় বাষ্পের বাধা কাটিয়ে গতি বাড়ছে উত্তুরে হাওয়ার। ধীরে ধীরে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নামতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। ১৪-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার বাংলার সমতলে রাজ্যের মধ্যে শীতলতম ছিল পুরুলিয়া (১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। অন্য যে সব জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০'র নীচে নেমেছে, সেগুলির মধ্যে আছে শ্রীনিকেতন (১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস), ঝাড়গ্রাম (১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস), সিউড়ি (১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং পানাগড় (১৯.৭)ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর গোটা বাংলায় এদিন শীতলতম ছিল দার্জিলিং। সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিছুদিন আগেও নভেম্বরের রোদে রীতিমতো নাজেহাল হচ্ছিল দক্ষিণবঙ্গ। তেমন সময়ে অনেকেই 'এ বছর আর ঠান্ডা পড়বে না' বলে হতাশ হয়ে পড়েন। রবি, সোম এবং মঙ্গল পরপর এই তিনদিনই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আটকে থেকেছে। এই অবস্থায় রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের অনুভূতি দক্ষিণবঙ্গের জন্য যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক বলে আবহবিদদের আশ্বাস। এ প্রসঙ্গে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, 'দক্ষিণ ভারতে নিম্নচাপের মেঘ কাটলেই দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন স্পষ্ট হবে। আর মাত্র ক'টা দিন পরেই সেটা মালুম হবে।'

পরিসংখ্যান দিয়ে বিশেষজ্ঞরা এও জানান, '২০২৩ এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, আগের বছরও ১২ নভেম্বর পর্যন্ত তেমন ঠান্ডা পড়েনি। ২০২৩ এর নভেম্বরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়েছিল নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে, ২৩ নভেম্বর।' এ বছরও নভেম্বর হতাশ করবে না বলে ধারণা আবহবিদদের।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দক্ষিণের কোথাও তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। জানা যাচ্ছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব এলাকাতেই রাতের তাপমাত্রা এক-দু ডিগ্রি নামতে পারে। সপ্তাহান্তেই শীতের আমেজ চলে আসতে পারে বাংলায়। তবে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ির কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

চালক অসুস্থ হয়ে পড়লেও বাঁচালেন বাসযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুটিতে ধাক্কা বাসের। বুধবার ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদা ডেন্টাল কলেজের মুখে। বাস চালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। বাস ও স্কুটির চালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৩ জন বাস যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন বলে খবর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এন্টালির দিক থেকে ২৪/এ হাওড়া রুটের বাস লেনিন সরণির দিকে যাচ্ছিল। বাসের মধ্যেই অসুস্থতাবোধ করেন চালক। শিয়ালদার ডেন্টাল কলেজের কাছাকাছি এসে চালক হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় কোনওরকমে বাসটিকে রাঙ্গা স্তার ধারে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পাশেই একটি ফুড ডেলিভারি বাইক দাঁড়িয়ে ছিল। স্কুটিকে গিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি। স্কুটি চালকের পায়ে সামান্য আঘাত লাগে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাসটিকে দাঁড় করাতে না পারলে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কারণ, রাস্তার পাশেই রয়েছে দোকান। সেখানে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। অসুস্থ অবস্থায় বাসটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্যেই অনেকের প্রাণ বেঁচেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বিষয়টি লক্ষ্য করেই ছুটে আসে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ। অসুস্থ বাস চালক ও স্কুটি চালককে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনজন বাস যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

সব ডাক্তাররা করবেন, আর আমরা সুফল ভোগ করব, ভাবাটা ঠিক নয়

জুনিয়র ডাক্তাররা সমাজ বদলের আন্দোলন করছেন না। এই ব্যবস্থার মধ্যেই যেটুকু যা সুযোগ আছে, তারই মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারটুকু চেয়েছেন। রেফারেল ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো গেলে সাধারণ রোগভোগে মানুষকে শহরের হাসপাতালের ভিড়ে অকারণে হয়রান হতে হবে না। স্থানীয় হাসপাতালেই অধিকাংশ চিকিৎসা হয়ে যাবে। এটা কি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নয়? এ কাজ কি কেবল ডাক্তারদের একার, আমাদেরও নয়? ডাক্তাররা যেখানে আটকাচ্ছেন, সেখানে আর পাঁচ জন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সুরক্ষার দাবি সরে গেল বললেই কি চুকে গেল? যত ক্ষণ সুরক্ষা না আসে, তত ক্ষণ সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রত্যাশাকে ঘিরে ডাক্তারদের সংহতি বাড়লে তো ভালই। কেনই বা নারীসুরক্ষার দাবিকে বিসর্জন দিয়েই তা করতে হবে? যতই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ নেবে, ততই সমাজ বাস্তব থেকে দূরে চলে যাবে; এই ধারণার ভিত্তি কী? প্রবন্ধকার বলেছেন, সিবিআই, আদালত, সিনিয়র ডাক্তারদের বিশিষ্টতা, বেসরকারি ব্যবস্থা, এই সব ব্যবহার করেই চিকিৎসক সমাজ আজ রাজনৈতিক শক্তিরূপে উঠে এসেছে। ঠিকই তো। আপত্তি কোথায়? উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ডাক্তারদের কথা মানুষ অবিশ্বাসের সঙ্গে নেন। কারণ, তাঁরা সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতিতে আগ্রহী নন। আর জি কর কাণ্ডে তাঁদের প্রতি জনসমর্থনের প্রধান কারণ তরুণী চিকিৎসকের মর্মান্তিক হত্যা, এমনই মনে করেন প্রবন্ধকার। বলা জরুরি, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিই আন্দোলনের অন্যতম দাবি। রেফারেল ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিটি তবে কী? হাসপাতালের ভিতরের নিরাপত্তা কি ডাক্তার ছাড়া অধস্তনদের জন্য নয়? স্বাস্থ্য, মেডিক্যাল শিক্ষা, হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্য প্রশাসন, আধিপত্য, ভয়ের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইও শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিমুক্ত সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে। পরিশেষে, রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থিতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারদের আন্দোলন উৎসাহের জোয়ার তুলেছিল। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির সঠিক ভূমিকা থাকলে একে হয়তো আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। সবই ডাক্তাররা করবেন, আর আমরা শুধু তার সুফল ভোগ করব, এমন মনে করলে তো যেমন চলছে, তেমনই চলবে।

শব্দবাণ-১০১

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দেবতাকে যে সামগ্রী নিবেদন করা হয় ২. ডালবিশেষ ৫. অবলম্বন, আশ্রয় ৮. ধুনো জ্বালাবার পাত্র ৯. বাড়ি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. যথেচ্ছাচার ৩. অশ্বারোহী সৈন্যদল ৪. বাতাবি লেবু ৬. অসৎ ৭. বাণিজ্য বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি।

সমাধান: শব্দবাণ-১০০

পাশাপাশি: ১. সংকোচন ৪. টক ৫. ললিত ৭. রসম ৯. দাবি ১১. জনমানব।

উপর-নীচ: ১. সমকাল ২. কোল ৩.নটবর ৬. তজবিজ ৮. মহানস ১০. ক্ষমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

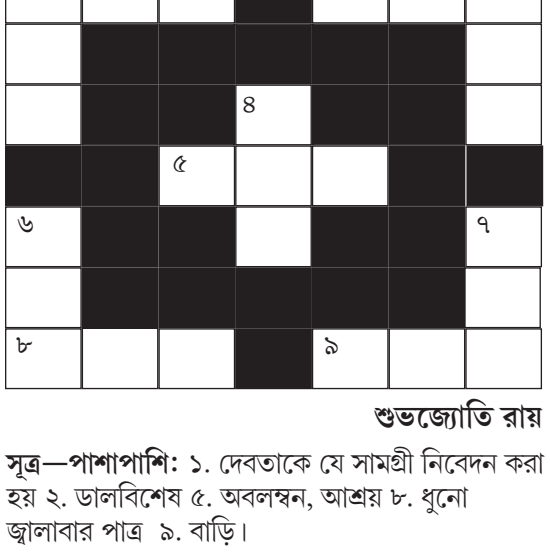

মনোজ তিওয়ারি

১৮৮৯ *ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সাবা করিমের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনোজ তিওয়ারির জন্মদিন।*

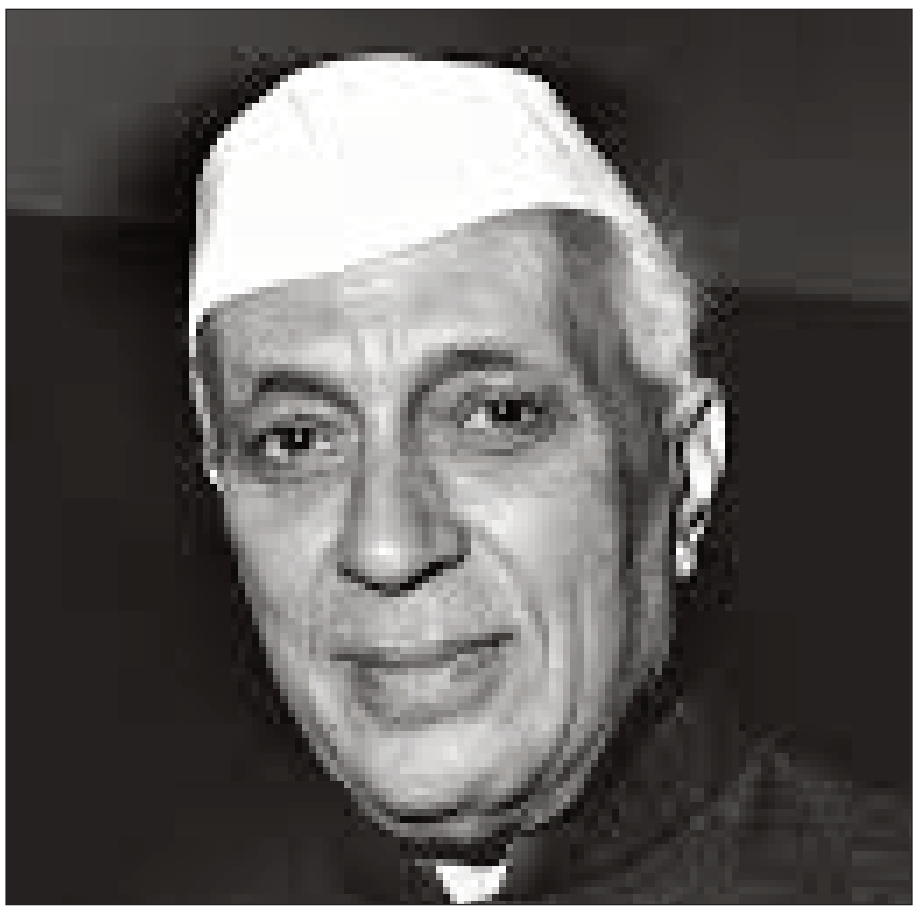

চাচা নেহেরু

রথীন কুমার চন্দ

জহরলাল নেহেরু, যিনি চাচা নেহেরু হিসেবেও দেশের আগামী প্রজন্ম ও নবীন প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জহরলাল নেহেরু বা চাচা নেহেরু, দেশের আগামী প্রজন্ম এবং যারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে, একজন সুচিন্তক ভাবুক এবং ফিলোসফার গাইড ছিলেন। তিনি বাচ্চাদের কাছে চাচা নেহেরু হিসেবে পরিচিত থাকলেও, তাদেরকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং আগামী প্রজন্মকে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতায় প্রতিভাশালী করে তুলতে, সামাজিক কাজকর্মে নিয়োজিত করার জন্য চিন্তা ভাবনা করেছিলেন।

সেই চিন্তার বিকশিত নাম ছিল ন্যাশনাল ক্যাডেট ক্রুপস বা এন সি সি এবং ন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস স্কিম বা এনএসএস গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশের কাজে বেশি করে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কিশোর কাল থেকেই তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধক ভাবনা কে উজ্জীবিত করতে এবং দেশের সেবায় তাদেরকে জীবনের প্রথম স্তর থেকে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

বাচ্চারা তাদের কৃষ্টিশীল প্রতিভাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হতে পারে এরকম চিন্তা ভাবনা স্বার্থে তিনি দিল্লিতে বাল ভবন গড়ে তুলেছিলেন। এখানে তিনি দেশের আগামী নাগরিকদের জন্য সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা যাতে পরিপুষ্টি লাভ করে সেই দিকে নজরদানের জন্য এই বাল ভবন গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি ভারতবর্ষের প্রতিটি ভবিষ্যৎ নাগরিকের কৃষ্টিশীল মেধা কে পরিচর্যা করে বা লালিতপালিত করে তার উন্নতি সাধনে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। চাচা নেহেরু নামের সার্থকতা এখানেই ছিল।

তার রচিত ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়াতে একটি অংশে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য তিনি উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। দেশকে সুনাগরিক উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে তার এই চিন্তাভাবনা সত্যিই একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ছিল।

স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশের বিপুল জনসংখ্যা কে সঠিক নেতৃত্ব দানের লক্ষ্যে সঠিকভাবে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলা এক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নের বাস্তব উদাহরণ ছিলেন তার কন্যা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী। যিনি পরবর্তী কালে দেশকে এক উন্নততর নেতৃত্ব দানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের পরিচয় কে স্থিতিশীলতা দিয়েছিলেন।

দেব সেনাপতি কার্তিক পুজোর ধর্মীয় মাহাত্ম্য

ডাঃ শামসুল হক

পুরান মতে কার্তিক হলেন দেব সেনাপতি। তিনি আবার ছিলেন যুদ্ধের ও দেবতা। আবার ন্যায় বিচারক হিসেবেও বিশেষ সুনাম আছে তাঁর। তাইতো ত্যাগ ও ধর্মের মূর্ত প্রতীক হিসেবেও সকলের কাছে পূজ্য তিনি। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধূমধাম সহকারেই প্রতিপালিত হয় তাঁর পুজো। আর দিন যত এগিয়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে পুজোর সংখ্যাও। আবার শুধুমাত্র এই রাজ্যেই নয়, কার্তিক পুজোর সংখ্যা বাড়ছে অন্যান্য রাজ্যেও। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে দারুণভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এই পুজো এবং মণ্ডপের সংখ্যাও।

বাংলা পঞ্জিকার সপ্তম মাস কার্তিকের শেষ দিনেই আয়োজন করা হয় এই পুজোর। সেইসঙ্গে অত্যন্ত ধূমধাম সহকারেই পালিত হয় উৎসবও। আমাদের রাজ্যের হুগলি জেলার বাঁশবাড়িয়া, মগরা, সপ্তগ্রাম এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সহ বর্ধমানের কাটোয়া এবং মালদহের বিভিন্ন স্থানের ধর্মপ্রাণ মানুষজন ঘটা করে ঈপ্সিত সেই দেবতার পুজোর আয়োজন ও করে থাকেন। কার্তিক পুজোর এই আয়োজনের মধ্যে আবার লুকিয়ে আছে অতি মজাদার একটা কাহিনীও। আর সেটা হল কোন একজনের বাড়িতে তাঁর পরিচিত কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় অতি অজান্তে কার্তিক ঠাকুর ফেলা। আর সেই কাজ করে থাকেন তাঁর পরিচিত কোন বন্ধুবান্ধব অথবা অতি নিকট কোন আত্মীয় পরিজনরাই। তারপর আবার সেই বাড়ির গৃহকর্তাকেই নিতে হয় বাড়তি একটা দায়িত্বভারও। তখন সব নিয়মকানুন মেনে করতে হয় ঠাকুর পূজা এবং অন্যান্য ঝক্কিও।

কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে এই যে এত কর্মকাণ্ড , সেটাকে একটা গ্রাম্য লোকাচার হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই তার মধ্যে থাকে না অযথা রুষ্ট হ ওয়ার কোন চিহ্নও। বলা যেতে পারে, যে বাড়িতে চুপিসারে ঠাকুর ফেলা হয় সেটাকে খুশি মনেই মেনে নেন সকলেই। কারণ তার আসল রহস্যটা হল কোন দম্পতির ঘরে সন্তান না এলে তাঁদের পরিচিত জনেরা মজা করে ঠাকুর ফেলেন। আর ধর্মীয় বিশ্বাস মেনেই দেব সেনাপতি কার্তিকের আশীর্বাদে সেই ঘরে জন্ম নেয় পুত্র সন্তানেরও।

আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আছে কার্তিক পুজোর আরও অনেক উদাহরণ। তারমধ্যে মালদহের বাঁকে বিহারী কার্তিক পুজোর কথাই মনে পড়ে সবার আগে। চারশো বছরের পুরাতন সেই পুজো আবার মালদহের ফুলবাড়ী রায় পরিবারের নিজস্ব পুজোও। সেখানে থাকে দেব সেনাপতি কার্তিকের মূর্তি সহ অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তিও। চলে পূজা পার্বণ এবং সেইসঙ্গে জমজমাট মেলাও। সমগ্র ফুলবাড়ী এলাকার দুপাশে বসে মেলা। বিক্রি হয় নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্রও। কাঠ এবং মাটির তৈরী জিনিসপত্রও বিক্রি হয় প্রচুর। তবে এখন মাটির তৈরী জিনিসের কদর আর আগের মতো নেই বলে আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে সেইসব দ্রব্য সামগ্রীরও।

তবে ফুলবাড়ী মেলার অন্য আর একটা লোভনীয় যে খাবারের কথাটা না বললেই নয় সেটা হল, ভাটের খই। আসলে সেটা আর কিছুই নয়, শালুক ফুল থেকে যে ফল হয় তা রোদে শুকিয়ে বালিতে ভেজে তৈরি করা হয় সেই ভাটের খই। হাজারো পুষ্টিগুণে ভরপুর সেই খাদ্যবস্তুর চাহিদাও প্রচুর। মালদহ জেলার হবিবপুর গ্রামের কয়েকটা পরিবার তৈরি করেন এই খই।

কালু সাহা নামক ধর্মপ্রাণ একজন ব্যক্তি হলেন সেই পুজোর প্রবর্তক। ইংরেজ আমলে সুদূর উত্তর প্রদেশ থেকে তিনি চলে আসেন মালদহে। তখন ইংরেজ শাসকদের অধীনেই তিনি শুরু করেন জমিদারীও। তখন প্রজাদের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যেই তিনি শুরু করেছিলেন কার্তিক পুজোরও।

কিছুদিন পর কালুবাবু সপরিবারে পদবী বদলও করেন। আর তারপর তাঁদের সেই পুজো এবং মেলা আরও জমজমাট হয়ে ওঠে। অনেক দূর দূরান্তের মানুষজন ও ভীড় জমাতে থাকেন সেখানে। মোট পাঁচ দিন ধরে চলে সেই পুজো এবং মেলাও। তারপর ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয় মহানন্দা নদীতে। নদীর জলে নৌকার সাহায্যে প্রথমে ঠাকুরকে ঘোরানো হয়। তারপর চলে বিসর্জনের কাজ।

দক্ষিণ ভারতের মানুষজনের কাছেও কার্তিক ঠাকুর হলেন জাগ্ ত দেবতা। সেখানে আছে তাঁর অজস্র মন্দিরও। তামিলনাড়ুর কার্তিক মন্দিরগুলোর আছে আলাদা গুরুত্বও। আবার শ্রীলঙ্কার তামিল, কন্নড়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও আছে কার্তিক ঠাকুরের বিশেষ কদরও। সেখানেও ধূমধাম সহকারে পুজো হয়। আর সেখানে কার্তিক ঠাকুরই হলেন তাঁদের ইষ্ট দেবতাও।

আজ বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস

আত্মনিয়ন্ত্রণই হারাতে পারে নীরব ঘাতককে

সুপ্রিয় চক্রবর্তী

কথায় আছে, 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর।' ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে এ কথাটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। চিকিৎসার থেকে এটি প্রতিরোধ করাই সহজ। তবে প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন যথাযথ সচেতনতা। কারণ ডায়াবিটিস শিশু থেকে সিনিয়র সিটিজেন, যে কারও হতে পারে। অর্থাৎ, যে কোনও বয়সিরই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিশুদের হওয়া ডায়াবিটিসকে আমরা 'টাইপ ১' বা 'জুভেনাইল ডায়াবিটিস' বলি। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সেটাই চিহ্নিত হয় 'টাইপ ২' ডায়াবিটিস হিসেবে। আবার, মাতৃত্বের সময় মহিলাদের শরীরে একরকমের ডায়াবিটিস দেখতে পাওয়া যায় যা 'জেস্টেশনাল ডায়াবিটিস' নামে পরিচিত।

ডায়াবিটিসকে অনেকে 'মধুমেহ' বলে থাকেন। এটা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল রক্তে শর্করা বা গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। আমাদের অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন হয় ইনসুলিন হরমোন। যা শরীরের কোষে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু ইনসুলিনের উৎপাদন কমে গেলে মুশকিল। তখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় শরীর ইনসুলিনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। এক্ষেত্রেও রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেড়ে যায়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই ডায়াবিটিস। বাবা-মা, ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, দাদু-দিদা বা পরিবারের অন্য কারও অতীতে ডায়াবিটিস হয়ে থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের কারও তা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এটা অনেকক্ষেত্রেই বংশগত।

এই রোগের বেশ কিছু উপসর্গ রয়েছে। যেমন; বারবার প্রস্রাব হওয়া, অতিরিক্ত খিদে লাগা, অস্বাভাবিক তেষ্টা পাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসা, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করা, হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি। এমন কোনও লক্ষণ টের পেলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, অন্য রোগের মতো ডায়াবিটিসও যত আগে ধরা পড়ে তত ভালো। তবে উপসর্গ না থাকলেও বছরে অন্তত একবার সুগার ফাস্টিং, সুগার পিপি এবং ছত্নঙ১ত্ব টেস্ট করিয়ে রাখা দরকার। এতে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ঠিক কত এবং তা ডায়াবিটিস থেকে কতটা দূরে আছে, সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা মেলে।

ডায়াবিটিস থাকলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এটা পরোক্ষভাবে দুর্বল করে তোলে শরীরকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত হলে কিডনির সমস্যার পাশাপাশি হৃদরোগ, লিভারের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, এমনকি ব্রেন স্ট্রোক পর্যন্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চোখ খারাপ হওয়ার বড় কারণও ডায়াবিটিস। এত ব্যাপক প্রভাবের জন্যই ডায়াবিটিসকে বলা হয় 'নীরব ঘাতক'। তাই একে শুরুতেই থামানো জরুরি। নাহলে বিপদ।

ডায়াবিটিস প্রতিরোধে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। এবং অবশ্যই সচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। তাই খাবারে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রাকে বশে রাখা জরুরি। খাদ্যতালিকায় কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সযুক্ত খাবারই হল এক্ষেত্রে সেরা হাতিয়ার। ব্রাউন রাইস, আপেল, গাজর, ফুলকপি, অন্যান্য শাক-সবজি এবং ডাল রাখুন ডায়েটে। ভাতের মতো রুটিও এক্ষেত্রে সমান বিপজ্জনক। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্যে চিনি 'হোয়াইট পয়জন'। অনেকেই চিনির বিকল্প হিসেবে সুগার-ফ্রি খাবার নেন। তবে কৃত্রিম মিষ্টিও ক্ষতিকর। এর থেকে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সমস্যা এবং স্নায়ুর সমস্যার আশঙ্কা। চিনির পরিবর্ত হিসেবে তাই মধু বা গুড় ব্যবহার করলে ভালো। ধূমপান, অ্যালকোহল বর্জন করুন একেবারে। নিয়মিত শরীরচর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন ৪০-৪৫ মিনিট হাঁটুন। সাঁতার এক্ষেত্রে আরও উপকারী।

যাঁদের বংশে ডায়াবিটিসের ইতিহাস রয়েছে তাঁরা ৩০ বছর বয়সের পর থেকেই নিয়মিত ব্লাড সুগার পরীক্ষা করান। তাহলে শুরুতেই ধরা পড়বে ডায়াবিটিস। যাঁরা এরমধ্যেই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত, তাঁদেরও নিয়মিত টেস্ট করা দরকার। পোডিয়াস্ক্যান, এ.বি.আই, ভি.পি.টি পরীক্ষার মতো আধুনিকতম চিকিৎসা পরিকাঠামোর সুবিধা এখন যে কোনও ভালো হাসপাতালে রয়েছে। মনে রাখবেন, ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের নিয়মিত পরীক্ষার প্রয়োজন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন। তাই রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ঠিক কত, সেটা জানা জরুরি।

ডায়াবিটিস প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য নিজের ভালো থাকার ইচ্ছে। পাশাপাশি, আপনি কতটা সংযম দেখাতে পারেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রলোভন জয় করাই কিন্তু ডায়াবিটিসকে হারানোর মন্ত্র। তাই নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর ডায়াবিটিসের কোনও লক্ষণ টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান। তবেই ভালো থাকা সম্ভবপর।

আনন্দকথা

''নমো নারায়ণায়।'' ঠাকুর তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

(ঈশ্বর সব সম্ভব —Miracles)

ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।? তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই সম্ভব। দুজন যোগী ছিল; ঈশ্বরের সাধনা করে। নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন। এজন পরিচয় পেয়ে বললেন, ''তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছ, তিনি কি করছেন?'' নারদ বললেন, ''দেখে এলাম, তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতি প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার করছেন।'' একজন বললে, ''তার আর আশ্চর্য কি! তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।'' কিন্তু অপরটি বললে, ''তাও কি হতে পারে! তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।''

বেলা প্রায় নয়টা। ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনোমোহন কোন্নগর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া বলিলেন, ''এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।'' ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগিতে সৎ ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সৎ ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত হলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার দাদা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় দাদাকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত তিন ভাই বলে অভিযোগ। বুধবার এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকেলি এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় আহত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই ঘটনায় হামলাকারী সুকুমার মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল ও বিবান মণ্ডলের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তের পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম রীতেন মণ্ডল (৩২)। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী পিউলি মণ্ডল এক ছেলে ও এক মেয়ে। রীতেন ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত বাধাপুকুর এলাকায় সিভিক ভলেন্টিয়ারে কর্মরত রয়েছে। অভিযুক্তরা হল সৎ ভাই সুকুমার মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল ও বিবান মণ্ডল। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রীতেন মণ্ডলের বাবা নিরঞ্জন মণ্ডল দু' বছর আগে মারা যায়। মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই ছয় কাটা জমি রীতেন মণ্ডলের নামে লিখে দেন তাঁর বাবা। সেই জমির ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল মাঝেমধ্যে লেগে থাকত রিতেন মন্ডলের সৎ ভাইদের সঙ্গে। এদিন কাজ সেরে বাড়িতে ফিরতেই রীতেন মণ্ডলের ওপর তার সৎ ভাইয়েরা বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

এদিকে এই হামলার ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় সিভিক ভলেন্টিয়ার রীতেন মণ্ডলকে তড়িঘড়ি মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ফের ট্যাব কেলেঙ্কারির চক্রের চার পান্ডা গ্রেপ্তার বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফের ট্যাব কেলেঙ্কারির চক্রের হদিশ মিলল বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। রাতভর অভিযান চালিয়ে আরও চারজন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে বৈষ্ণবনগর থানার বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। মোট চারজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। এরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে সাইবার ক্যাফের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে বৈষ্ণবনগরের কৃষ্ণপুর এলাকা থেকেই হাসেম আলি নামে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছিল বর্ধমান পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই আরও চারজনের নাম জানতে পারে পুলিশ। যাদেরকে এদিন রাতেই অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাজ্যের ট্যাবকান্ডে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আট।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম রকি শেখ, পিন্টু শেখ, জামাল শেখ বং শ্রবণ সরকার। এদের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর এলাকায়। এদের মধ্যে একজন স্কুলের চুক্তিভিকি কম্পিউটার শিক্ষক। মালদার ভগবানপুর কেবিস স্কুলে চুক্তিভিকি কম্পিউটার শিক্ষক রকি শেন্জ্জর বিরুদ্ধে একাধিক স্কুলের অ্যাকাউন্টের লগইন ক্রেডেনশিয়াল সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে। যা অর্থ তছরুপে সহায়তা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া গিয়েছে। আগামী দিনে আরও অনেকের নাম উঠে আসতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মালদা জেলার ১৫০টি ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ট্যাবের টাকা হাতানোর অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকেও অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের ট্যাবের টাকা অনলাইনে হ্যাক করে হাতানোর অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃত মালদার হাসেম আলিকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ প্রায় ১২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপরই মঙ্গলবার রাতে পর বৈষ্ণবনগরের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের প্রত্যেকেরই সাইবার ক্যাফে রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শ্রবণ, রকি, জামাল এবং পিন্টুর বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ তাদের আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বৈষ্ণবনগর থানায় নিয়ে আসে। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্ধমান জেলা পুলিশ ইতিমধ্যেই রকি এবং ধৃত অন্যান্যদের বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ টি পেনড্রাইভ, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ, ডায়েরি, ব্যাংকের নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আরও অনেকে ট্যাব কেলেঙ্কারির এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

মালদার পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের ব্যাংকে হদিশ মেলার বিষয়টি জানতে পেরেছে পুলিশ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের ব্যাংকে জমা পড়েছে মালদার পড়ুয়ার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। আর এই ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মালদা জেলা পুলিশ। এরই মাঝে উঠে এল মালদার হবিবপুরের আরও এক স্কুলের তিন পড়ুয়ার টাকা উধাওয়ের ঘটনা। হবিবপুর ব্লকের আইহো গার্লস হাই স্কুলের তিন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা চলে গিয়েছে অন্য অ্যাকাউন্টে।

‘ডেস্কে সমাধান’ ও ‘স্কুলে সভাপতি’ নতুন আঙ্গিকে পথ দেখাচ্ছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ

সুমন তালুকদার ● বারাসত

অভিনব ও ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতির। ‘ডেস্কে সমাধান’ ও ‘স্কুলে সভাপতি’র মতো অভিনব উদ্যোগ, যেমন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করছে তেমনই স্কুলগুলির শিক্ষা সহ সার্বিক উন্নয়নও হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই জেলাজুড়ে প্রাথমিকস্তরে শিক্ষার মান বাড়ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার আঙিনায় নতুন আঙ্গিকে পথ দেখাচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ।

আয়তন হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা দেশের অন্যতম বড় জেলা। প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কাজের কারণে মাঝেমধ্যেই জেলাসদর বারাসেতে ডিপিএসসির দপ্তরে আসতে হয়। আগে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, বাগদা, নৈহাটি সহ দূব-দূরান্ত থেকে তাদের দপ্তরে এসে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ না হওয়ায় ফিরে যেতে হত। সেই সমস্যার সমাধান করতে ‘ডেস্কে সমাধানে’র মতো অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দফতরের দুই কর্মীকে ডেস্কে বসানো হয়েছে। তাদের কাজ, যারা সমস্যা নিয়ে দপ্তরে আসবেন তাদের আবেদন জমা নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করবেন। প্রয়োজনে দপ্তরের সভাপতির সঙ্গে দেখা করিয়ে সেদিনই ওই সমস্যার সমাধান করবেন। সমস্যা বড় হলে পরবর্তীতে কি করণীয়? তার নির্দেশিকাও সেই দিনই দিয়ে দেবেন। এই ‘ডেস্কে সমাধানে’র ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপকৃত হয়েছেন।

অন্যদিকে ‘স্কুলে সভাপতি’ বিষয়টিও ব্যাপক সাড়া মিলেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। দপ্তরের ঠান্ডা ঘরে বসে না থেকে হঠাৎ হঠাৎ আচমকা স্কুলে ভিজিট করছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দেবব্রত সরকার। ফলে বিদ্যালয়ে বাস্তব পরিস্থিতি, মিড ডে মিলের খাবারের গুনমান, শিশু পড়ুয়াদের সমস্যা, তাদের যত্ন সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে দেখতে পাচ্ছেন সভাপতি। কোনও সমস্যা থাকলে তার সমাধান করছেন। কাজের গাফিলতি থাকলে তারও সংশোধনের নির্দেশ দিচ্ছেন। দূর-দূরান্তের, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার বেশকিছু স্কুল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছুটি দেওয়া হচ্ছিলো বলে অভিযোগ এসেছিল সভাপতি দেবব্রত সরকারের কাছে। আগাম নোটিশ ছাড়াই আকস্মিক স্কুল পরিদর্শনে, সময়ের আগে স্কুল ছুটি দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়েছে বলেই দাবি দেবব্রত সরকারের।

তিনি বলেন, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাছেন। তাদের কাজেই অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়েই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের পঠন-পাঠনের ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। দপ্তরের দায়িত্ব পেয়ে ইতিমধ্যেই ১৪৭২ বার বিভিন্ন স্কুলে ভিজিট করেছি।’ ‘ডেস্কে সমাধান’ ও ‘স্কুলে সভাপতি’ এই দু'টি অভিনব কাজে ব্যাপক সাড়া মিলেছে বলেই দাবি ডিপিএসসি'র সভাপতি দেবব্রত সরকারের।

বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শন ডিআরএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বুধবার বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। মূলত বালুরঘাট রেল স্টেশনে চলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যান্য আরো কয়েকটি রেল স্টেশন পরিদর্শন করেন ডিআরএম।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট রেল স্টেশনকে উন্নতমানের পরিকাঠামো যুক্ত রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে নানান রকম উন্নয়নমূলক কাজ। যার মধ্যে অন্যতম হল সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ। পাশাপাশি চলন্ত সিঁড়ি ও তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাজ চলছে। এদিন বালুরঘাট স্টেশনের সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন ডিআরএম।

এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, ‘বালুরঘাট রেল স্টেশনে অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বিভিন্ন স্তরের কাজ সম্পন্ন করবার চেষ্টা চলছে। পিট লাইনের যে কাজ চলছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। তবে বর্ষার কারণে কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছুটা সময় ব্যাহত হয়েছে।’

পাইকাড়া রুদ্রষাণ্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- পাইকাড়া, পোস্ট- ছোটসরসা, জেলা - হুগলী।
নিবন্ধন সংখ্যা (Registration no): 47 HG Dated 28/03/1960

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন - ২০২৪
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রির্টানিং অফিসারের আদেশ নং-৮৩১ তারিখ - ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী সমীর মুখার্জ্জী, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক তথা সহকারী রির্টানিং অফিসার, পাইকাড়া রুদ্রষাণ্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/সদস্যাগন কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে খসড়া নির্বাচক তালিকা ১৩/১১/২০২৪ বুধবার সমিতির অফিসে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সদস্যের কোন অভিযোগ থাকলে ছুটির দিন ব্যতিত যে কোন দিন বেলা ১১ টা থেকে বেলা ৩ টার মধ্যে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অভিযোগ জানানোর শেষ দিন ২৫/১১/২০২৪ .

স্বাক্ষর- **শ্রী সমীর মুখার্জ্জী**
তারিখ: ১৩/১১/২০২৪
সহকারী রির্টানিং অফিসার,
পাইকাড়া রুদ্রষাণ্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২২.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **পাঁচু গোপাল হালদার (প্রয়াত) এবং শ্রীমতি শান্তি হালদার** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,৮২,২২৭.০০ টাকা (আট লাখ বিরাশি হাজার দুশো সাতাশ টাকা) ২০.০৮.২০২২ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১২.১১.২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৮,৮২,২২৭.০০ টাকা (আট লাখ বিরাশি হাজার দুশো সাতাশ টাকা) ২০.০৮.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ এরিয়া ৭৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি, চতুর্থতলে, পূর্ব দিকে, দুই বেড রুম, এক কিচেন,এক টয়লেট,এক ড্রইং তথা ডাইনিং এবং এক ব্যালকনি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮, শিব চন্দ্র সর্বভৌম লেন, পোস্ট অফিস এবং থানা : বরাহনগর, কলকাতা : ৭০০০৩৬, বরাহনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। সকলের ব্যবহারের এরিয়ার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।
সম্পত্তি পাঁচু গোপাল হালদার (প্রয়াত) এর নামে
দলিল নং ১-০৩১৪১-২০১৫ সালের। বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৮,পৃষ্ঠা ৬২২ থেকে ৬৫০।

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ১২.১১.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

মেদিনীপুরে ভুয়ো ভোটার, ছাপ্পা, মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মেদিনীপুর পুরসভা তিন নম্বর ওয়ার্ডে ১৭৬ নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তুষার বিশ্বাস নামে এক যুবক ভোটার মিশন গার্লস আরবান জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় মডেল বুথে ভোট দিতে গিয়ে জানতে পারলেন তার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। সচিত্র পরিচয় সহ প্রিজাইডিং অফিসারকে ওই যুবক অভিযোগ জানালে সেক্টর অফিসার নজরুল ইসলাম তাঁর ভোটার পরিচয়পত্র দেখেন এবং ওই যুবকের অভিযোগ মেনে নেন। এরপর ভোটিং চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে টেন্ডার ব্যালটে অভিযোগকারী ভোটার তুষার বিশ্বাসের ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং ছাপ্পা ভোট দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

সেদিন পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নিরুপমা সিট এবং তাঁর স্বামী সুনীতি সিটকে তৃণমূলেরই ওয়ার্ড সভাপতি চন্দ্রশেখর তিওয়ারির অনুগামীরা রাস্তার মাঝখানে প্রকাশ্যে মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কাউন্সিলরের স্বামীকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চন্দ্রশেখরের অনুগামীদের অভিযোগ নির্বাচনী পর্বে কোনও প্রচারে অংশগ্রহণ করেনি তৃণমূলের ওই কাউন্সিলর এবং তাঁর স্বামী। বুধবার ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে বেরিয়েছিলেন।

SBI
এসবিআই খড়দা শাখা (০১৮৯৯)
পোস্ট - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৭, ফোন - ০৩৩-২৫৫৩১০২২
স্বর্ণ অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কয়েকজন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ **এসবিআই খড়দা শাখা** থেকে স্বর্ণ অলংকার বন্ধক রেখে স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট শিডিউল অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রেরিত নোটিশ/নোটিশগুলির কোনও উত্তর দেননি এবং প্রেরিত নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিলামের পূর্ব দিন **বিকেল ৪টার** মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায় না হলে নিম্নোক্ত তারিখে এবং সময়ে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাবে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই সাধারণ নিলাম করা হবে দায়বদ্ধ অলংকারসমূহ। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয় ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেকোনও সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার এবং নিলাম চলাকালীন স্থগিত করার অধিকার রাখে। সফল ডাকদাতা নিলামের সমুদয় পরিমাণ আদায় দিয়ে অলংকার অধিকার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা - হর্ষিত শর্মা।

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবতি সময়	শুদ্ধতা (ক্যারেট)	স্বর্ণ অলঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	দফার সংখ্যা
১.	১৬.১১.২০২৪	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	১৮ ক্যারাট	মোট ওজন ৩৭.১৬ নেট ওজন : ২৭.৯০	২টি চুর গালা সহ
২.	১৬.১১.২০২৪	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	২০ ক্যারাট	মোট ওজন ৩২.৩৯ নেট ওজন : ২৪.৮৪	৩টি সলিড চুড়ি গালা সহ
৩.	১৬.১১.২০২৪	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	২০ ক্যারাট	মোট ওজন ৩১.৮০ নেট ওজন : ২৮.৬২	১টি নেকলেস
৪.	১৬.১১.২০২৪	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	২০ ক্যারাট	মোট ওজন ৬.৮৮ নেট ওজন : ৬.১৯	২টি আংটি

তারিখ : ১২.১১.২০২৪
স্থান : খড়দা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই খড়দা

SBI
এসএমইসি বালিগঞ্জ শাখা (১৫৭৪৩)
৫০এ গড়িয়াহাট রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০১৯
ই-মেল - sbi.15743@sbi.co.in
[রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে ০২.০৯.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সাঁই বাবা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শ্রী বিশ্বজিৎ নাগ** (এ/সি নং ৩৯১৯৬২১১৭৮১) ৩০৬, সরশুনা মেন রোড, সাটিন সেন পল্লী, সরশুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ এবং ১৬, সরশুনা মেন রোড, সাটিন সেন পল্লী, সরশুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৮৭,০১৯.৪২ টাকা (চোদ্দ লাখ সাতাশি হাজার উনিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা ০২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৩ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১৪,৮৭,০১৯.৪২ টাকা (চোদ্দ লাখ সাতাশি হাজার উনিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা ০২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি বিশ্বজিৎ নাগ এর নামে।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২ বর্গফুট (৯ ফুট -৮ ফুটঃ এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭ বর্গফুট, সম্পত্তি অবস্থিত ৩০৬ নং সরসুনা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০০৬১ এবং ডাক ঠিকানা : ৮২ নং সাটিন সেন পল্লি, ওয়ার্ড নং ১২৭, মৌজা :দক্ষিণ বেহালা, খতিয়ান নং ৮১, দাগ নং ৩১৭ (অংশ), তৌজি নং ৩৫১, জেএল নং ১৬, ইপিনং ৮২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আগমনী জুয়েলারি শপ, দক্ষিণে :শ্রীমতি উমা মুখার্জির জমি এবং ভবন, পূর্বে : শ্রীমতি উমা মুখার্জির জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া বোম্বে বাগান রোড।

তারিখ - ১৩.১১.২০২৪, স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড, রেজি নং-38/Msd, রেজি তারিখ- ২৯/০৬/১৯৬১
গ্রাম - আলমপুর পোঃ- শব্দরনগর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/ সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে আগামী **২২.১২.২০২৪ তারিখ (রবিবার) সকাল ১১.০০ (এগারো)** ঘটিকায় সমিতির অফিস ঘরে অত্র সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘন্ট (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগণকে উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট সংযুক্ত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
সংযুক্তি-খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট।

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা-৯ (নয়) জন
(অসংরক্ষিত-৬ জন, সংরক্ষিত- মহিলা ২ জন ও তপশিলী জাতি/ উপজাতি ১ জন)
আলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড
নির্বাচনী নির্ঘন্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
২.	খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণ	১১/১১/২০২৪- ১৫/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৩.	গ্রহীত আপত্তির প্রমানাদি সাপেক্ষে নিষ্পত্তিকরণ	১৮/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২.০০ টা	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৪.	চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৮/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	নিষ্পত্তিকরণের পরেই	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৫.	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিলি	২৪/১১/২০২৪- ২৬/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৬.	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র পেশ	২৪/১১/২০২৪- ২৬/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীগক্ষা	২৭/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২.০০ টা	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৭/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
৯.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
১০.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	২৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকলে ৩.০০ টার পরে	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
১১.	প্রতীক বন্টন (প্রয়োজন বোধে)	২৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের পরে	এ.আর.ও./একাউন্টেন্ট
১২.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২২/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা	এ.আর.ও.
১৩.	ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা	২২/১২/২০২৪		গণনা শেষে	এ.আর.ও.

বিশেষ দ্রষ্টব্য- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি/ পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প সচিত্র পরিচয়পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।
সাগরী মন্ডল
সহকারী রিটানিং অফিসার,
Alampur S.K.U.S

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি -sanghamitra.gutpa@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৬.১২.২০২৪
নিলামের সময় - দুপুর ১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	
১	**শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার সিং,** পিতা শ্রী বিজয় বাহাদুর সিং, **ঠিকানা :** ৩১, রামলাল দত্ত লেন, থানা: উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৩২ **এবং** চড়কতলা বিন্দেবাশ্বরী বাগান,পো: মাখলা উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ -৭১২২৪৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট, তদস্থিত সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত দোতলা বসবাসের ভবন,মোট ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১৩৫৮ বর্গফুট (একতলা ৬৯৫ বর্গফুটএবং দোতলা ৬৬৩ বর্গফুট)অবস্থিত মৌজা : ভদ্রকালী,জেএল নং ৯, আরএস দাগ নং১১৬৪, আরএস খতিয়ান নং২৫৩৬, এলআর দাগ নং২৭৫৫,এলআর খতিয়ান নং ৪৩৮৮, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩১, রাম লাল দত্ত লেন (জোন : হোল্ডিং অবস্থিত বাই লেনে), উত্তরপাড়া -কোতরং পুরসভা অধীন, পো: ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, এডিএসআর অফিস : উত্তরপাড়া,জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২৩২,সংশ্লিষ্টস্থিত সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং ৬ ফুট চওড়া পুরসভার চলাচলের পথ এর ব্যবহার যা সম্পত্তির উত্তর দিকে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : পুরসভার চলার পথ, দক্ষিণে : দেবদাস ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পূর্বে : মীরা দে এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মীরা দে এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। সম্পত্তি শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার সিং এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০৩০২১-২০১৮ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬২১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৮৮৬৫২ থেকে ৮৮৬৭০, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	৩২,৯০,৮৫৮.০০ টাকা **বত্রিশ লাখ নব্বই হাজার আটশ আটান্ন টাকা)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১	**সংরক্ষিত মূল্য** ৩১,০০,০০০.০০ টাকা **ইএমডি ১০ শতাংশ** ৩,১০,০০০.০০ টাকা **ডাক বর্ধিত পরিমাণ** ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ০৯.১২.২০২৪
২	**শ্রী সতীর্থ সরকার (প্রয়াত সুকুমার সরকারের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা : শ্রী সুকুমার সরকার,ঠিকানা : ৭২, সন্তোষপুর এভিনিউ,পো : সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫ এবং ৪৮বি, প্রেমিসেস নং ২৬৭, গরফা মেন রোড, একতলা, পিছনের দিকে, সন্তোষপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৫ **এবং** ৫১৭/৫০৭, ওয়ার্ড নং ৬, উকিলপাড়া, পো এবং থানা : রায়গঞ্জ,জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৩১৩৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৬ শতক অবস্থিত মৌজা : রায়গঞ্জ,জেএল নং ১৫০, আরএস নং ১৭৫ এবং ১৮৮, সিএস দাগ নং ১৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮৫ এবং ৭২৬, বিভাজিত খতিয়ান নং ৪৮৯/১, দলিল নং ১-১৯৩২-২০০৮ সালের,রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, অবস্থান উকিলপাড়া, বান্দার কালীবাড়ি রোড, রায়গঞ্জ গার্লস হাই স্কুল এর নিকট। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।**	১৬,২৪,৯৬৪.০০ টাকা **(ষোলো লাখ চব্বিশ হাজার নশো চৌষট্টি টাকা) ১৫.০৩.২০১১ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১	**সংরক্ষিত মূল্য** ১,৭২,৯১,০০০.০০ টাকা **ইএমডি ১০ শতাংশ** ১৭,২৯,১০০.০০ টাকা **ডাক বর্ধিত পরিমাণ** ৫০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ০৯.১২.২০২৪
৩	**শ্রী উত্তম দাস,** পিতা প্রয়াত রাম দাস, **ঠিকানা :** ৩৮/এইচ/১, কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা: ৭০০০১৯। **এবং** ১৬/২ই, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নং : ৬৮, থানা : গড়িয়াহাট,বালিগঞ্জ, কলকাতা : ৭০০০১৯, **শ্রীমতি সীমা দাস,** স্বামী শ্রী উত্তম দাস, **ঠিকানা :** ৩৮/এইচ/১, কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা: ৭০০০১৯। **এবং** ১৬/২ই, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নং : ৬৮, থানা : গড়িয়াহাট,বালিগঞ্জ, কলকাতা : ৭০০০১৯।	**স্বত্বাধিকারী : শ্রী উত্তম দাস,** পিতা প্রয়াত রাম দাস এবং শ্রীমতি সীমা দাস, স্বামী শ্রী উত্তম দাস। **দলিল নংখ০১৪৪৫-২০১২,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৩৫-৩৯৫৭, এডিএসআর আলিপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৬/২এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, বর্তমানে প্রেমিসেস নং ১৬/২ই, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,থানা : গড়িয়াহাট, কলকাতা: ৭০০০১৯। হোল্ডিং নং ২৭৩/৭২ (পূর্বতন হোল্ডিং নং ৪৭বি) কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৮, দক্ষিণে : ১৬ ইঞ্চি চওড়া চলার পথ, পূর্বে : ১৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ১৬/২বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত)।**	৩১,৮১,২২২.০০ টাকা **(একত্রিশ লাখ একাশি হাজার দুশো বাইশ টাকা) ১২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১	**সংরক্ষিত মূল্য** ১,৭৭,৪৫,০০০.০০ টাকা **ইএমডি ১০ শতাংশ** ১৭,৭৪,৫০০.০০ টাকা **ডাক বর্ধিত পরিমাণ** ৫০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ০৯.১২.২০২৪

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে পাথ দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বাহিনীর সঙ্গে বচসা তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা। ভোট গ্রহণ পর্বের শেষ সময়ে শহরের মির্জা বাজার জোড়া মসজিদ বুথে তৃণমূল প্রার্থীকে বাধা দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ পেয়ে ছুটে যান প্রার্থী সুজয় হাজরা। কি কারনে তার এজেন্টকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তা তিনি তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে জানতে চান। তখনই বাহিনীর সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী বাগবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি অভিযোগ করেন, তর্কে জড়িয়ে পড়া জওয়ান মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। অবিলম্বে তাঁর মেডিক্যাল টেস্ট করানো জরুরি। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে মাইকিং করে এলাকা থেকে ভিড় হটিয়ে দেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

তিন মাসের শিশুকে খুনের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তিন মাসের এক শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর এলাকার পান বয়রা গ্রামে।

মন্তেশ্বরের পান বয়েরা গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ধান কাটার কাজে আসেন অনেকেই। যাদের মধ্যে ভিন রাজ্য থেকে এক পরিযায়ী শ্রমিক জেসাই মূর্মু ও তাঁর স্ত্রী রাসবেরি হেমরম ও আসেন প্রতি বছর। তাঁদের বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই পরিযায়ী শ্রমিক দম্পতি মন্তেশ্বরে পান বয়েরা গ্রামে ধান কাটরা কাজে আসলেও, এবার সেই কাজে জেসাই মুর্মু শিশুকন্যা ছোট থাকায় মা ও শিশুকন্যাটিকে কাজে নিয়ে

আসেননি। তাঁর বদলে জেসাই মুর্মু কাজে আসার সময় রাশমি মারান্ডি নামের অন্য এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

এই খবর ঝাড়খণ্ডের শিশুটি মায়ের কাছে পৌঁছলে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে মা রাসবেরি মন্তেশ্বরে পান বয়েরা গ্রামে আসেন। স্বামী অন্য মেয়ে নিয়ে বসবাস করায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। বুধবার ভোরে শিশুটিকে তাঁর বাবার কাছে ধরতে দিয়ে প্রাতঃকর্ম করতে যান মা। ফিরে এসে দেখে শিশু সহ বাবা উধাও, অনেক খোঁজখবর করায় পরে বাবার সন্ধান পেলেও শিশুটির খোঁজ মেলেনি।

শিশুর বাবাকে গ্রামবাসীরা চাপ দিলে তিনি জানান, শিশুটিকে খুন করে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খড়ি নদীর জলে ফেলে দিয়েছেন। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা এরপর শিশুটির বাবাকে মারধর করে এবং পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ মা ও বাবাকে আটক করে এবং নদীর জলে তল্লাশি চালায়। শেষ খবর পাওয়া নদীর জল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি শিশুটিকে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

Ludlow

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

₹ প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭৯৩১	৭৪৬৮	১২৫৮৪	১৫৩৯৯	২৪৮৫৫	৪৭৬১৮
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(৪৬২)	(৯৩৫)	(৩২৩)	(১৩৯৭)	(৬১৫)	(১৭৮৬)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৪৬২)	(৯৩৫)	(৩২৩)	(১৩৯৭)	(৬১৫)	(১৭৮৬)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৫১)	(৬৯৮)	(২৪১)	(১০৪৯)	(৪৬০)	(১২৫৪)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	(৩০৭)	(৬৩৮)	(১৮৩)	(৯৪৫)	(৩৪৪)	(১০৩৪)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫৪৩৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/-প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মূল	(৩.২৫)	(৬.৪৮)	(২.২৪)	(৯.৭১)	(৪.২৬)	(১১.৬১)
	(খ) মিশ্রিত	(৩.২৫)	(৬.৪৮)	(২.২৪)	(৯.৭১)	(৪.২৬)	(১১.৬১)

দ্রষ্টব্য :
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) -এ পাওয়া যাবে।
৩. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনশ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	৭৮৪	১,৭০২	২১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৬৬২	১,৪৭০	(৯০)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৬৬২	১,৪৭০	(৯০)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮৬	১,২৯৪	(৯০)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৪৮০	১,২৯৩	(৮৬)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)			
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.২৩	০.৬২	(০.০৪)

দ্রষ্টব্য :
১. ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** armchairinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** armchairinvestments.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয়	11,86,423	1,36,633	37,37,473	13,27,056	40,89,229	80,56,692
২	মোট ব্যয়	10,03,174	9,84,900	12,91,611	19,88,074	52,84,479	84,64,939
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	1,85,249	(8,48,267)	24,45,862	(6,61,018)	(11,95,250)	(4,09,247)
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	1,85,249	(8,48,267)	24,45,862	(6,61,018)	(11,95,250)	(4,09,247)
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	1,85,249	(8,48,267)	24,35,262	(6,61,018)	(12,05,850)	(4,20,345)
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	48,00,000	48,00,000	48,00,000	48,00,000	48,00,000	48,00,000
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)						
	ক) মূল	0.39	(1.76)	5.07	(1.38)	(2.51)	(0.88)
	খ) মিশ্র	0.39	(1.76)	5.07	(1.38)	(2.51)	(0.88)

দ্রষ্টব্য :
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in থেকে।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৯৪০৬১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.১১.২০২৪

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN : L15494WB1895PLC000963
রেজি অফিস : "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in **ওয়েবসাইট:** www.grobtea.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৫১৪৯.৮৩	২৯৫৬.৩৭	৭৫৪৬.০৭	৫০৫২.৫৩
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	২৩৪৩.০৫	৯১৪.৯৭	২৮৫৫.১৮	১১৪৬.৮৫
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	২৩৪৩.০৫	৯১৪.৯৭	২৮৫৫.১৮	১১৪৬.৮৫
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	২৩৪৩.০৫	৯১৪.৯৭	২৮৫৫.১৮	১১৪৬.৮৫
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	২৩৭০.৯৫	৯৪৭.৮৭	২৯৪৩.৬৪	১১৭৭.৩৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)			-	-
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :				
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়)	২০১.৫৮	৭৮.৭২	২৪৫.৬৪	৯৮.৬৭
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়)	২০১.৫৮	৭৮.৭২	২৪৫.৬৪	৯৮.৬৭

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com** -এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
(পি. কে. আগরওয়াল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ২০২৪

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৪ থেকে ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২,৩৩,৭২৬.২১	২,৩৪,১১৯.৪৪	২,৮৫,৩০৫.০৮
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৫২,৯১৯.৯৬	৫২,৩৮৪.৪৭	১২,৭৫৩.১১
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	৩৯,৪৭৪.২১	৩৮,৯১৩.৬৭	২,৬৪৯.০৫
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৪,৪০,৪০১.১১	১১,৩২,৯৩৮.৩৬	১১,১৭,০৬৭.৩৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০	১০	১০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	৩৯,৬১,৭৮০.১১	৩৯,৬১,৭৮০.১১	২৮,২৮,৮৪১.৭৫
৭.	নিট মূল্য	৪০,১২,৩৯২.১১	৪০,১২,৩৯২.১১	২৮,৭৯,৪৫৩.৭৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	৭.৮০	৭.৬৯	০.৫২

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অমিত এন প্যাটেল
ডিরেক্টর
DIN : 09795548

তারিখ : ১২/১১/২০২৪
স্থান : কলকাতা

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN: L52110WB1985PLC240038
রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com / ওয়েসাইট: https://www.ankurmarketing.com / টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড-এএস) মেনে প্রস্তুত করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ-বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ-বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১২৪.৭৮	১১৯.৮৯	১২২.৩২	২৪৭.১০	২৩৮.১৩	৪৮২.২৪
২	ব্যতিক্রমী দফা এবং বিশেষ দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	৬৫.৮১	৬১.০৬	৫৯.৯৩	১২৫.৭৩	১২২.৯৫	২৬১.১৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৫.৮১	৬১.০৬	৫৯.৯৩	১২৫.৭৩	১২২.৯৫	২৪৮.৮৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য চলতি কাজকর্ম থেকে	৫৫.৩৮	৫২.৪১	৫১.০৩	১০৬.৪১	১০৪.৫২	২০৬.৪৬
৫	লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৫৫.৩৮	৫২.৪১	৫১.০৩	১০৬.৪১	১০৪.৫২	২০৬.৪৬
৬	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৫৫.৩৮	৫২.৪১	৫১.০৩	১০৬.৪১	১০৪.৫২	২০৬.৪৬
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-প্রতি শেয়ার)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো	-	-	-	-	-	৯৬৭.৬৭
৯	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ত্রৈমাসিকের জন্য ইপিএস বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মৌলিক	১.৮৫	১.৭৫	১.৭০	৩.৫৫	৩.৪৮	৬.৮৮
	(খ) মিশ্রিত	১.৮৫	১.৭৫	১.৭০	৩.৫৫	৩.৪৮	৬.৮৮

আর্থিক ফলাফলের নোট :
১ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি পর্যালোচনা করে এবং তারপরে পরিচালনা পর্ষদ তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়। সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজন হিসাবে কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, সেজন্য কোনও পৃথক সেগমেন্ট তথ্য দেওয়া নেই।
৩ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ৩,৬৫৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৯.২০২৪ তারিখে বকেয়া ২,৪৫৯.৯৪ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ একাডেমি, ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৯.২০২৪ তারিখে বকেয়া ৫৪০.৪৭ লক্ষ টাকা)।
৪ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.ankurmarketing.com -এ পাওয়া যাবে।
৬ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়কাল/বছরের সাথে তুলনা করার জন্য পুনশ্রেণীভুক্ত /পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে

স্বা/-	স্বা/-
অলোক টিব্রেওয়াল	**উষা টিব্রেওয়াল**
ডিরেক্টর	**ডিরেক্টর**
DIN: 00849280	**DIN: 01292172**

তারিখ: ১৩.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @৫, ৭ম তল, সাউথ উইং, বিএন ব্লক, এসটি. নং ১৮, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১ ফোন নং- ০৩৩-৪৮৪৯ ৬৪৯০
ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৯.৬৫	১৮২.৬৬	৩৩২.৮০	৩৭২.৩১	৬০০.৪৮	৯৪৬.৬১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর,ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	৫.৯০	২১.২৯	৩.৫৭	২৭.১৯	১১.৬২	৩৩.৩৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	৫.৯০	২১.২৯	১০৫.১১	২৭.১৯	১১৩.১৬	১৪৭.৭৫
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	(৭.৯৮)	২২.৪৮	৮৯.৮১	১৪.৫০	৯৫.১৬	১০৮.৬৩
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৭.৯৮)	২২.৪৮	৮৯.৮১	১৪.৫০	৯৫.১৬	(২৫৮.২৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪১৩৯.৫৯	৪,১৪৭.৫৭	৪৪৭৮.৪৭	৪১৩৯.৫৯	৪৪৭৮.৪৭	৪,১২৫.০৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –						
	(ক) মৌলিক :	(০.১৩)	০.৩৮	১.৫০	০.২৪	১.৫৯	১.৮১
	(খ) মিশ্রিত :	(০.১৩)	০.৩৮	১.৫০	০.২৪	১.৫৯	১.৮১

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
(২) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৩) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
(৪) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনশ্রেণিফুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00590156

তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN:- L27100WB2011PLC161235) রেজিস্টার্ড অফিস: ২এ, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কক্ষ নং-১১, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩
ইমেল : **cs.bkm@rediffmail.com**, ওয়েবসাইট : **www.bkmindustries.co.in**, ফোন নং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন/কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩০.০৯.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ৩০.০৯.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪.৪১	৬.১০	—	৪.৪১	৬.১০	—
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য {(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়}	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫	-৫০৩.৩৭	-৫৭৪.৭৯	-২৮.৮৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ববর্ষের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মতো	-৭২৪.৫৭	-৭২৪.৫৭	—	-৭২৪.৫৭	-৭২৪.৫৭	—
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **-						
	১. মৌলিক :	-৪০.৭৫	-৪৬.৫৩	-০.৪৩	-৪০.৭৫	-৪৬.৫৩	-০.৪৩
	২. মিশ্রিত :	-৪০.৭৫	-৪৬.৫৩	-০.৪৩	-৪০.৭৫	-৪৬.৫৩	-০.৪৩

** বার্ষিকীকৃত নয়
দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট **(www.nseindia.com)** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.bkmindustries.co.in** -এ।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক / সহযোগী/ যৌথ উদ্যোগ যেমন ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেট) অপরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. #- ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলি ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অথবা # - কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

এক্স রেজুলেশনাল প্রফেশনাল
প্রতীম বয়াল

বোর্ডের আদেশানুসারে
বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ -এর পক্ষে
যশবর্ধন মুকিম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 07713187

প্রতীম বয়াল

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.১১.২০২৪

কানোরিয়া কেমিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KCI

"কেসিআই প্লাজা", ৭ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
ফোন নং: +৯১ ৩৩ ৪০৩১ ৩২০০ CIN: L24110WB1960PLC024910
ওয়েবসাইট: WWW.KANORIACHEM.COM

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্রম. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	কনসোলিডেটেড: অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)			(অনিরীক্ষিত)		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৬,০৯৪	৩২,২৬২	১৪,২৩৩	৩৭,৩৬৪	৭৫,৭৭৭	৩৭,০৯৭
২.	অর্থ ব্যয়, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ, ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ	১,৫৪৭	২,৪১৮	৪৭১	১,৭৮৩	২,০৭১	৫২৮
৩.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৬৭০	৭৯৮	(৩০০)	(৯৩৮)	(৩,২৩৯)	(২,০৬৬)
৪.	কর পূর্ব সময়কালের জন্য চলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৬৭০	৭৯৮	(৩০০)	(৯৩৮)	(৩,২৩৯)	(২,০৬৬)
৫.	সময়কালের জন্য চলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(৪৫)	১৩	(২৪৩)	(১,৬৪৮)	(৪,০৪৭)	(২,০২৪)
৬.	কর পূর্ব সময়কালের জন্য অচলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	-	(২৮)	(৪৬)	-	(২৮)	(৪৬)
৭.	সময়কালের জন্য অচলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	-	১০৬	(২৮)	-	১০৬	(২৮)
৮.	সময়কালের জন্য নিট লাভ(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(৪৫)	১১৯	(২৭১)	(১,৬৪৮)	(৩,৯৪১)	(২,০৫২)
৯.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৪৭)	১২৮	(২৭১)	(১,৫৩৩)	(৩,৬৭৮)	(১,৮৪৮)
১০.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে) অনিয়ন্ত্রিত সুদের পর]	(৪৭)	১২৮	(২৭১)	(১,২২২)	(২,৭৯৭)	(১,৫৯৯)
১১.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫
১২.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	-
১৩.	চলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	(০.১০)	০.০৩	(০.৫৬)	(৩.১৮)	(৭.২৩)	(৪.১৪)
১৪.	অচলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	-	০.২৪	(০.০৬)	-	০.২৪	(০.০৬)
১৫.	চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	(০.১০)	০.২৭	(০.৬২)	(৩.১৮)	(৬.৯৯)	(৪.২০)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. প্রতিবেদনে কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪

উলুবেড়িয়ায় ফিরহাদ হাকিমের ৫০ বিঘা বেআইনি জমি থাকার দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: উলুবেড়িয়ার রাজাপুরে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ৫০ বিঘা বেআইনি জমি আছে বলে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ফের যোগী মডেলের ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার হাওড়া শ্যামপুরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের পুলিশের যেমন তীব্র সমালোচনা করেন তেমনই রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন উপ নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন। বলেন তিনটি জায়গায় পুলিশ ও বিজেপির মধ্যে লড়াই হয়েছে। এজেন্টদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। ২০২৬ এর নির্বাচনে মানুষ সব হিসাব বুঝে নেবে। সনাতনীদের এক হয়ে মমতাকে সরানোর আহ্বান জানান।' উল্লেখ্য, এই সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ।হ াই কোর্ট থেকে অনুমতি আদায় করতে হয়। এদিন সে নিয়েও হাওড়া গ্রামীণ পুলিশকে ব্যঙ্গ করেন শুভেন্দু।

জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় জেনারেটরে চুল জড়িয়ে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনা। জেনারেটরে চুল জড়িয়ে মৃত্যু গৃহবধূর। ছেলেকে নিয়ে স্বামীর ইঞ্জিন ভ্যানে বসে শোভাযাত্রায় ছিলেন উজ্জ্বলা সাঁতরা (৩০)। সেই সময় ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। মঙ্গলবার রাত্রিবেলা চণ্ডীতলার কলাছড়ায় জগদ্ধাত্রী প্রতিমার শোভাযাত্রা চলছিল। একটি প্রতিমা ধর্মতলার দিক থেকে পালপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই শোভাযাত্রায় আট বছরের মেয়ে দু' বছরের ছেলেকে নিয়ে হাঁটছিলেন উজ্জ্বলা সাঁতরা। অনেকটা পথ হাঁটতে অসুবিধা হওয়ায় স্বামী ঝন্টু সাঁতরার ইঞ্জিন ভ্যানে উঠে বসেন। সেই ভ্যানে ছিল জেনারেটর। উজ্জ্বলার খোলা চুল হঠাৎ করে জেনেরেটরে জরিয়ে যায়। মাথার খুলি উড়ে যায়। ধপ করে নীচে পড়ে যান। ঘটনায় চমকে ওঠেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। চণ্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানিয়ে দেয় মৃত্যু হয়েছে আগেই। বুধবার শ্রীরামপুর হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতার স্বামী এই ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। চণ্ডীতলা থানায় এসে কাঁদতে-কাঁদতে বলেন, 'ছোট ছেলেকে নিয়ে হাঁটতে পারছিল না। আমিই বললাম ভ্যানে উঠতে। সেই ভ্যানেই এভাবে মৃত্যু হল উজ্জ্বলার।'

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in

কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড,জিএসটি, পি টি,আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	এইচ এম সি অধীন ১ থেকে ৫০ ওয়ার্ডের জন্য ৩৫৪ টি ফাইবার সিটের ড্রাম সরবরাহ।	নং ০১৪/কনস/২৪-২৫, তারিখ : ১১/১১/২০২৪
২.	এইচএমসি, কনজারভেন্সি বিভাগের অধীন সেন্ট্রাল হাওড়া রিজিওন, দক্ষিণ হাওড়া রিজিওন এবং উত্তর হাওড়া রিজিওনের জঞ্জাল অপসারণের জন্য প্রতিদিন ৮ ঘন্টার জন্য ১ টি হো লোডার, ১ ড্রাইভার, ১ খালাসি, জ্বালানি এবং লুব্রিক্যান্ট সহ এবং ২টি ৮ সিইউএম ক্ষমতার হাইড্রোলিক ডাম্পার/ টিপার, ১ , ১ ড্রাইভার,১ খালাসি, ফুয়েল এবং লুব্রিক্যান্ট সহ এর ভাড়ার ভিত্তিতে।	নং ০১৫/কনস/২৪-২৫, তারিখ :১১/০৩/২০২৪

টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ০৩.১২.২০২৪ সন্ধে ৫টা পর্যন্ত অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in

তারিখ - ১১.১১.২০২৪

৯৫(৩)/২৪-২৫

১৩.১১.২৪

ওএসডি অ্যান্ড এক্স-অফিসিও এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/019(e)/2024-25 dt-13.11.2024

1. Upgradation and Rejuvenation of Electrical Installation and allied works Phase-I at "MahamayaSishu-O-Matrimangal Kendra" under UttarparaKoutrung Municipality.

Bid Submission Closing Date: **02/12/2024**

e-Tender No.: UKM/PWD/016(e)/2024-25(2nd Call), dt- 13.11.2024

1. Connection of Branch distribution line with the ESR pipe line including supplying and laying DI pipe installation of valve and construction of valve chamber as required complete in all respect at Makhlasasthitala in ward no-20 under Uttarpara-Kotrung Municipality.

Bid Submission Closing Date: **23/11/2024**

For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)

Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 277 (3rd Call), 169 to 175/2024-2025 Dated- 13-11-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Nadia, Malda, Dakshin Dinajpur, Murshidabad, Bankura, North 24 PGS and Howrah District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **14-11-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **29-11-2024 upto 3.00 pm**

Date: 13.11.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

ফর্ম জি

টপলাইন কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি-তে) -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান ফেবরিকের উপর পিইউ কোটিংয়ের দ্বারা পিইউ লেদার উৎপাদন কাজে যুক্ত

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	টপলাইন কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড AFGPP4036A U67120WB1993PTC058327
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	২, ব্রাবোর্ন রোড, ৭ম তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://www.indiapu.in/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ফ্যাক্টরি অবস্থান ডি-৩/১৬২, ১৬৩ এবং ১৭২ জিআইডিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট দহেজ - ৩, জেলা - ভারুচ, গুজরাত - ৩৯২১৩০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	১,০৮,০০,০০০.০০ এমটিআরএস বার্ষিক
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	দ্রব্যাদির পরিমাণ - ১৪৯৬.৬২ হাজার মিটার (আনুমানিক) প্রধান পণ্যর মূল্য - আইএনআর ৩০.২৩ কোটি
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	৫০ আনুমানিক আইসিডি অনুযায়ী
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : **topline.cirp@gmail.com** নিম্নোক্ত ইউআরএল-এ বিনিয়োগকারীগণের তালিকা উপলব্ধ https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/19126
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : **topline.cirp@gmail.com**
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২১ ডিসেম্বর ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৩০ জানুয়ারি ২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**topline.cirp@gmail.com** নথি পাওয়া যাবে সিকে ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা, পব ৭০০০৯১

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
টপলাইন কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
আরপি নথিভুক্ত ঠিকানা - সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম জি

ওয়াইবিল ট্রেডেক্স প্রাইভেট লিমিটেড- (সিআইআরপি-তে) -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান সংস্কারকৃত বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম বিক্রির কাজে নিযুক্ত

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	ওয়াইবিল ট্রেডেক্স প্রাইভেট লিমিটেড AAACY8073E এবং U74900WB2016PTC209711
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৯/২এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ) কলকাতা - ৭০০০৪৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://www.hyperxchange.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	আরপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সিডি-র নামে কোনও স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	সিডি-র অসহযোগিতার দরুণ তথ্য উপলব্ধ নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে কার্যাদি থেকে রাজস্ব দ্রব্যাদির বিক্রি - ১৪.৮১ কোটি টাকা পরিষেবা বিক্রি - ৩৪.৭৭ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	সিডি সম্পর্কিত বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : yibealtradexpvtltdibc@gmail.com নিম্নোক্ত ইউআরএল-এ বিনিয়োগকারীগণের তালিকা উপলব্ধ https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/18600
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : yibealtradexpvtltdibc@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৯ ডিসেম্বর ২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪ ডিসেম্বর ২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
১৪	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৫ জানুয়ারি ২০২৫
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৪ ফেব্রুয়ারি ২৫
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	yibealtradexpvtltdibc@gmail.com

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, সিআইআর প্রক্রিয়ার ১৮০ দিনের মেয়াদ ১৮.১১.২০২৪ তারিখে শেষ হয়, তবে আরপি ৭৭ দিনের একটি বর্জন আবেদন এবং মাননীয় এনসিএলটি (কলকাতা বেঞ্চ) এর ৯০ দিনের আগে একটি এক্সটেনশন আবেদন পূরণ করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
ওয়াইবিল ট্রেডেক্স প্রাইভেট লিমিটেড

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪ আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N000135/2017-2018/11499
স্থান : কলকাতা নথিভুক্ত ঠিকানা - সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১

SBI HLC Rajarhat (16822)

সংশোধনী

এতদ্বারা উল্লেখ করা হচ্ছে যে, **'একদিন'** পত্রিকার ১৩.১১.২০২৪ সংস্করণে প্রকাশিত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশে মুদ্রণে অনুমোদিত অফিসারের ফোন নম্বরে ভুল প্রকাশিত হয়। ফোন নং পড়তে হবে : ৯৬৭৪৭৯৮২৩৪। অন্যান্য অবশিষ্ট বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

NIQ No. 03 of 2024-25 of EE/NHD-1

Invites NIQ for Supplying, Installation and testing of bearing for Gouranga Setu at 10.50 km. on Krishnagar Nabadiwp Dham Road. Bid submission end dt.-22/11/2024 upto 1:00 P.M. Please see website http://www.wbpwd.gov.in

Sd/-
EE/Nadia Hway Div.-I

Joynagar Mozilpur Municipal Office

P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal

E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1.	House service water Connection with saddle to 3419 nos of Premises at different wards up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/pavement etc. for Water Supply Scheme at Zone-A under AMRUT 2.0 within Joynagar-Majilpur Municipality.	WBMAD/AMRUT/ BM/NIQ-e-18/2024-25 SL1 TO 2
2.	House service water Connection with saddle to 1376 nos of Premises at different wards up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/pavement etc. for Water Supply Scheme at Zone-B under AMRUT 2.0 within Joynagar-Majilpur Municipality.	

Tender ID: **2024_MAD_768726_1, 2024_MAD_768726_2**
Bid submission starting date: **20/11/2024 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **13/12/2024 at 05:30 PM**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Joynagar Mozilpur Municipality

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the General Public by **Messrs. Sri Aranath Logistics Limited (Formerly known as LMJ Logistics Limited)**, lawful lessee of entire Plot No.13 situated at New Kandla, near West Gate No.1, District – Gandhidham, Gujarat, that the original lease deed dated 18.07.2005 between **The Board of Trustees of the Port of Kandla and LMJ Logistics Limited (presently known as Sri Aranath Logistics Limited)** with regard to ALL THAT part and parcel of the plot of land admeasuring 7500 Sq. Mtrs. being the area of Plot No.13, South of National Highway near West Gate No.1 situated at New Kandla, District – Gandhidham, Gujarat, has been misplaced and not traceable.

Police Complaint has been filed in Hare Street Police Station on 9th November 2024 and the said complaint has been received for inquiry under **G.D.E. No.793 dated 9th November, 2024**.

If any person has found / is in possession of the said document, you are requested to contact 033 22300757 / 09769282172 or send the said documents to the below given address.

Sri Aranath Logistics Limited
20B, British India Street, 6th Floor, Kolkata-700069
Ph No. 033 22300757/ 09769282172
Email: sriaranath@gmail.com

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

CORRIGENDUM

N.I.E. EQ. No. 23/WS/ AMRUT2.0/AMC/24-25 dt. 25.10.2024 Bid Submission period 26.11.24 instead of 19.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in

For details please contact to Tender Cell, AMC.

SE,
Asansol Municipal Corporation

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

(CIN- L20103WB1980PLC032872)

রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬;পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
দূরভাষ: + ৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স: + ৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in
দেখুন: www.gptinfra.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ সালের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত নথিভুক্তির তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০২৪ এর পরিবর্তে সংশোধিত মতে ২৬ নভেম্বর ২০২৪ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অতুল তাঁতিয়া
(এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিএফও)
ডিন - ০০০০১২৩৮

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ২০২৪

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

www.ireps.gov.in

(HWH-415/2024-25)

@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Khardah Municipality

Khardah, North 24 Parganas

E-TENDER NOTICE

Tender Notice Number: KDHM/31/PWD/01/24-25 to KDHM/31/PWD/23/24-25. E-Tender ID: 2024_MAD_768928 1 to 2024_MAD_768928_23. Categories of Work: Construction of Road, Drain, Etc. Last date of Submission on 29**.11 2024 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in** & **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Nilu Sarkar
Chairman

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

@easternrailwayheadquarter

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-সেপ্টে.-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২,০৯০.৫৬	১০,২৯০.০৯	৩৩,০৪২.৭৬	১২,৬৭৪.৮১	১০,৫৪২.১৬	৩৬,৩২৮.৩০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	২,৪২৭.১৫	১,২৪৪.৪৭	(১,৫৮২.৫৮)	২,৩১৮.৭৭	৪২০.৩৪	(৪,৬০২.৩৩)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,৪২৭.১৫	১,২৪৪.৪৭	(১,৫৮২.৫৮)	২,৩১৮.৭৭	৪২০.৩৪	(৪,৬০২.৩৩)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২,২৫৫.৮৫	১,১৮৮.০৭	(১,৬৫৩.০১)	২,১৪৭.৪৭	৩৬৩.৯৪	(৪,৮৬২.২০)
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,৩৫০.২৩	১,১৮৯.১৯	(১,৭৮৪.১৪)	২,২৪৩.৮৪	৩৬৩.১২	(৫,৯৩৩.২৪)
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	রিজার্ভ বিগত গণনাবর্ষের ব্যালেন্সসিট দর্শিত (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত রিজার্ভ)			২৩,১০০.১৭			১৯,৬১১.০৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	১০.৫৭	৫.৫৭	(৭.৭৫)	১০.০৬	১.৭১	(২২.৭৮)

দ্রষ্টব্য

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট এনএসই এবং বিএসই-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
DIN: 02100322

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ নভেম্বর, ২০২৪

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
ফোন: ৯১-৩৩-২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল : periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যগণকে এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ১১০ ধারা তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২, ('রুলস') বিধিবদ্ধ সংশোধিত অথবা পুনর্আইনীকৃত পরবর্তীতে বলবৎ সহ তৎসহ পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০ জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ('জেনারেল সার্কুলারস'), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') কর্তৃক জারিকৃত সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ ('দ্য লিস্টিং রেগুলেশনস') সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে এবং সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিংস দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া ('এসএস-২') কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুযায়ী কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রেরণ সম্পাদন করেছে রিমোর্ট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখ ৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন চেয়ে।

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী কোম্পানি উক্ত নথি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির নিকট অথবা ডিপোজিটরিজের নিকট নথিভুক্ত আছে ৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ('শেষ তারিখ') এবং সদস্যদের অনুমোদন অথবা অননুমোদন বিষয়টি কেবল রিমোর্ট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহীত হবে।

সদস্যগণের যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত অথবা ডিপোজিটরিজ কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী মালিকানার রেজিস্টারে শেষ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার ৮ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী নথিভুক্ত থাকবে তারাই কেবল রিমোর্ট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদান করতে পারবেন।

কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা, কে আইন অনুযায়ী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে স্বচ্ছ, অবাধ পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করেছে। সদস্যগণ যাদের ই-মেল ঠিকানা এখনও নথিভুক্ত করা হয়নি তাদের ই-মেল ঠিকানা অবিলম্বে নথিভুক্ত করা হচ্ছে কোম্পানি কর্তৃক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আরটিএ থেকে ইমেল আইডি **coimbatore@linkintime.co.in** এর সহিত।

যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি অর্থাৎ মেসার্স লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি., 'সূর্য', ৩৫ মেফ্লায়ার এভিনিউ, সেনথিল নগরের পিছনে, সরিপালায়ালাম রোড, কোয়েম্বাটুর, ৬৪১০২৮ অথবা **coimbatore@linkintime.co.in** কাছে আবেদন করে সংশ্লিষ্টর অনুলিপি পেতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ এবং ১১০ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ সংস্থান অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে), কোম্পানি সদস্যগণকে সানন্দে (সদস্যগণ নথিতথ্যের আকারে অথবা অনথিতথ্যের আকারে শেয়ার অধিকার করেন) কে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের দ্বারা নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে অর্থাৎ ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদান করা হবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কর্তৃক। উক্ত ই-ভোটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে বৃহস্পতিবার ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে শুক্রবার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায়। ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করা হবে সিডিএসএল কর্তৃক শুক্রবার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টার পর এবং পরবর্তীতে উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট গ্রহণ গ্রাহ্য হবে না। অনুগ্রহ করে ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে প্রেরিত নোটিশের নির্দেশাবলী পড়ুন এবং অনুসরণ করুন।

পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দ্বারা অনুমোদিত যেকোনও ব্যক্তি কর্তৃক ই-ভোটিং সমাপ্ত হওয়ার ২ (দুই) কাজের দিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। পোস্টাল ব্যালট/ই-ভোটিং ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** তে সংযুক্ত হবে এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২ ঠিকানায় নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ইস্যুকৃত ই-ভোটিং বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ই-মেলের মাধ্যমে **helpdesk.evoting@cdslindia.com** লিখে পাঠান অথবা নিঃশুল্ক ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং সুবিধা সম্পর্কযুক্ত যেকোনও অভিযোগ থাকলে শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফুটুরেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (ইস্ট), মুম্বই - ৪০০০১৩ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ইমেল করে অথবা নিঃশুল্ক ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.১১.২০২৪

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: U20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ যোগাযোগ নং: টেলি. নং : ০৫১২-৩৫০০১৫১
ইমেল আইডি : assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৬৪.৪	১৮৫.৩১	১৪৬.১৯	৮৪৯.৭২	৩৪১.৭৮	৭৪৩.৬৯	৬৬৪.৬০	১৮৫.২১	১৪৬.৩১	৮৫০.১১	৩৪২.০২	৭৪৪.৪৮
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	২২৯.৮৬	৪৫.১৩	৫২.২২	২৭৪.৯৯	১০৭.৬২	২৪০.০৭	২৩০.০৬	৪৫.২১	৫২.৩৪	২৭৫.২৭	১০৭.৭১	২৪০.০৭
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	২২৯.৮৬	৪৫.১৩	৫২.২২	২৭৪.৯৯	১০৭.৬২	২৪০.০৭	২৩০.০৬	৪৫.২১	৫২.৩৪	২৭৫.২৭	১০৭.৭১	২৪০.০৭
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	১৭১.৮৯	২৮.০৬	৩৯.০৩	১৯৯.৯৫	৩৪.২৫	১৩৩.৯৪	১৭২.০৯	২৮.১৪	১৩.১৯	২০০.২৩	৮.৩৮	১৩৩.৯০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	১৭১.৮৯	২৮.০৬	৩৯.০৩	১৯৯.৯৫	৩৪.২৫	১৩৩.৯৪	১৭২.০৯	২৮.১৪	১৩.১৯	২০০.২৩	৮.৩৮	১৩৩.৯০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৫,৯৬৯.৭৭	৫,৬৬৯.০৩	৫,৭৬৯.৮২	-	-	-	৬,২৬৮.৬৩	৫,৯৭৭.৮০	৬,০৭৮.৫৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১১.৯৪	১.৯৫	২.৭১	১৩.৮৯	২.৩৮	৯.৩০	১১.৯৫	১.৯৫	২.৭৪	১৩.৯০	২.৪১	৯.৩০
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১১.৯৪	১.৯৫	২.৭১	১৩.৮৯	২.৩৮	৯.৩০	১১.৯৫	১.৯৫	২.৭৪	১৩.৯০	২.৪১	৯.৩০

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।

দ্রষ্টব্য:

১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- (নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর DIN: 00326317

স্থান : কানপুর
তারিখ : ১৩.১১.২০২৪

ময়দান

EKDIN, VOL 18, ISSUE 153, KOLKATA, THURSDAY, 14 NOVEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ২০২৪

ভারতের আপত্তি, পাকিস্তানের হুমকি, আইসিসি খুঁজছে সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না, পাকিস্তানও 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্ট করতে রাজি নয়। আগামী বছর ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টটি তাহলে হবে কীভাবে?

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে এই যে জটিলতা, সেই বিষয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি), কোনো পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত কোনো বিবৃতি দেয়নি।

খোঁজখবর যা জানা যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম থেকে। বিসিসিআই নাকি আইসিসিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, তারা পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যাবে না। আইসিসি সেই চিঠির কথা আবার জানিয়েছে পিসিবিকে। চিঠি পেয়ে পিসিবি আবার আইসিসির কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে।

সর্বশেষ খবর, আইসিসি পিসিবির সেই চিঠির ভিত্তিতে কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছে বিসিসিআইয়ের কাছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভাগ্য তাই আপাতত ঝুলে আছে এই চিঠি চালাচালির মধ্যেই।

পাকিস্তানের জিও টেলিভিশনের ওয়েবসাইট জিও সুপার-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসিকে লেখা চিঠিতে

পিসিবি বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, বিসিসিআই কখন আইসিসিকে জানিয়েছে যে তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠাবে না।

এটা যদি ভারতের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এর পেছনে তারা কী কারণ দেখিয়েছে। পিসিবি আইসিসিকে পাঠানো বিসিসিআইয়ের সেই চিঠির প্রতিলিপি দেখতে চায়, যাতে তারা নিজেরা এর একটা পর্যালোচনা করতে পারে। বিসিসিআইয়ের চিঠির জবাবে আইসিসি কী লিখেছে, বা আদৌ কোনো জবাব দিয়েছে কি না, সেটাও পিসিবি জানতে চায়।

পিসিবির একটি সূত্র জিও সুপারকে জানিয়েছে, আইসিসির কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলে তারপর পিসিবি এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া বা পাকিস্তান সরকারের পরামর্শ চাওয়ার কথা ভাববে।

সূত্র এটাও জানিয়েছে, ভারত যদি সত্যিই পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে রাজি না হয়ে থাকে, এবং আইসিসি সেটা মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যেখানে বা যেভাবেই হোক, তাতে পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ খেলবে না। যদিও এ রকম একটি টুর্নামেন্টে ভারত,পাকিস্তান ম্যাচ না হওয়া মানে আইসিসির বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়া।

আইসিসি এশিয়া কাপের মতো চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও হাইব্রিড মডেলে করতে চায়, যেখানে পাকিস্তানেই মূল টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো হবে, আর ভারতের ম্যাচগুলো হবে অন্য কোনো দেশে। আইসিসির আরেকটি বিকল্প ভাবনা হচ্ছে, আয়োজক হিসেবে পাকিস্তানকে রেখে পুরো টুর্নামেন্টই অন্য কোনো দেশে সরিয়ে নেওয়া। সেই দেশটা দক্ষিণ আফ্রিকা হতে পারে বলেও গুঞ্জন আছে।

তবে পিসিবি সূত্রের দাবি, পাকিস্তান রাজি না হলে আইসিসির পক্ষে এই টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা আইসিসির জন্য কঠিন। আয়োজক দেশের অনুমতি ছাড়া টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই।

পিসিবির সেই সূত্র উদাহরণ হিসেবে ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা বলেছে, 'যদি ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা আপনাদের মনে থেকে থাকে, যুক্তরাজ্য সরকার জিম্বাবুয়ের নাগরিকদের রাজনৈতিক কারণে ভিসা দিতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু তখন পুরো টুর্নামেন্ট ইংল্যান্ড থেকে সরিয়ে নেওয়ার বদলে আইসিসি একটি মধ্যপন্থা বের করেছিল। যার ফলে জিম্বাবুয়ে টুর্নামেন্ট থেকে নিজেরাই নাম প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের বদলে স্কটল্যান্ড অংশ নেয়। এতে বোঝা যায়, যৌক্তিক কারণ ছাড়া মূল আয়োজকদের বাদ দিয়ে টুর্নামেন্ট অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া আইসিসির জন্য মোটেও সহজ নয় এবং শুধু একটি দেশের নির্দেশে তো নয়ই।'

এদিকে ক্রিকেট পাকিস্তানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু আইসিসি নয়, এ ব্যাপারে অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করছে পিসিবি। ভারতের অবস্থানের ব্যাপারে পিসিবি অন্য বোর্ডগুলোর মতামতও জানতে চায়।

সব মিলিয়ে আইসিসি পড়েছে জটিল এক পরিস্থিতিতে। ক্রিকেট পাকিস্তানের ওই প্রতিবেদনেই দাবি করা হয়েছে, পিসিবি যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছে, বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিয়েই সেগুলোর জবাব দেবে আইসিসি। এ ছাড়া সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে, সেটা বোঝার জন্য অন্য বোর্ডগুলোরও পরামর্শ চাইবে আইসিসি।

সূচি অনুযায়ী চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হতে আর তিন মাসের মতো বাকি। এরই মধ্যে পিসিবি আয়োজক হিসেবে বেশ কিছু প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছে। সুতরাং বিকল্প কোনো সমাধান বের করতে হলে আইসিসিকে আসলে খুব দ্রুতই সেটা করতে হবে।

'রগচটা' গম্ভীরের প্রতিক্রিয়ায় অবাক হননি পন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের মাথাব্যথা কেন';এই একটি কথাতেই কি অস্ট্রেলিয়া, ভারত সিরিজের আগুন উসকে উঠল!

দুই দলের প্রায় প্রতিটি সিরিজেই এমন হয়। ময়দানি লড়াইয়ের বাইরে চলে বাগ্ যুদ্ধও। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ভারত ৩.০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার পর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং।

বিশেষ করে কোহলির বাজে ফর্ম নিয়ে 'আইসিসি রিভিউ'তে কিংবদন্তি বলেছিলেন, 'সেদিন বিরাটের (কোহলির) একটি পরিসংখ্যান দেখলাম। সে গত পাঁচ বছরে টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছে। এটা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। কিন্তু সঠিক হলে তা উদ্বেগজনক।'

পন্টিং এরপর বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, (কোহলির জায়গায়) অন্য কেউ হলে এই পরিসংখ্যান নিয়ে একজন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে যেতে পারত না।' কথাগুলো ভারতের প্রধান কোচ গম্ভীরের কানে তোলা হয় কোহলি,রোহিতরা অস্ট্রেলিয়ায় উড়াল দেওয়ার আগেই। তখন জবাবে ওই কথা বলেছিলেন গম্ভীর। তা, এই বাগ্ যুদ্ধের হালনাগাদ খবর হলো, গম্ভীরের প্রশ্নের উত্তর

দিয়েছেন পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সেভেননিউজকে পন্টিং বলেছেন, 'প্রতিক্রিয়াটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। তবে (ভারতের) কোচ গৌতম গম্ভীরকে যতটা জানি...সে বেশ রগচটা। তাই তার কাছ থেকে এমন উত্তরে আমি অবাক হইনি।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় ও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ এই রান সংগ্রাহক তারপর বলেছেন, 'বিরাটকে জিজ্ঞেস করুন, আমি নিশ্চিত, বিরাটও আগের বছরের তুলনায় এবার সমসংখ্যক সেঞ্চুরি করতে না পারার দুশ্চিন্তায় ভুগছে। কোনোভাবেই এটা তার প্রতি খোঁচা ছিল না। আমি আসলে তারপর এটাও বলেছি, সে অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলেছে এবং সে এখানে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থাকবে।' পন্টিং এরপর বলেছেন, 'কিন্তু সে ক্লাস খেলোয়াড় এবং অতীতেও অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলেছে।'

সংবাদ সম্মেলনে গম্ভীরের আচরণ নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। তাঁর মতে, সংবাদমাধ্যমকে সামলানোর মতো 'বাকপটুতা ও ভদ্রতার' অভাব আছে গম্ভীরের।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে মাঞ্জরেকার লিখেছিলেন, 'মাত্রই গম্ভীরের সংবাদ সম্মেলন দেখলাম। বিসিসিআইয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি তারা তাকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে শুধু পর্দার পেছনে কাজ করতে দেয়। তার আচার-আচরণ যেমন ভালো নয়, তেমনি কখন কী শব্দ ব্যবহার করতে হবে, সেই জ্ঞানেরও অভাব আছে। আমি মনে করি, রোহিত ও আগারকার ওর চেয়ে অনেক ভালোভাবে সংবাদমাধ্যম সামলায়।'

পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে রোহিতের দল এখন অস্ট্রেলিয়ায়। ২২ নভেম্বর পার্থে শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

ধোনি, কোহলি, রোহিত আমার ছেলের কেরিয়ার ধ্বংস করেছে, দাবি সঞ্জুর বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের ক্রিকেটে বেশ কিছুদিন হলো আলোচিত নাম সঞ্জু স্যামসন। গত মাসে হায়দরাবাদে বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ টি,টোয়েন্টিতে ৪০ বলে সেঞ্চুরির পর এ মাসে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টি,টোয়েন্টিতে ৪৭ বলে সেঞ্চুরি করেছেন স্যামসন। আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি ইতিহাসে টানা দুটি সেঞ্চুরি করা চতুর্থ ও ভারতের প্রথম ব্যাটসম্যান তিনি।

অথচ এই স্যামসনই বছরের পর বছর ভারতীয় দলে উপেক্ষিত ছিলেন। ৩০ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান ২০১১ সাল থেকে পেশাদার ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন। ভারতীয় দলে অভিষেক হয় ২০১৫ সালে, জিম্বাবুয়ে সফরে টি,টোয়েন্টি দিয়ে। এরপর দেশের হয়ে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলতে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর।

তাঁর এখনো টেস্ট অভিষেক হয়নি। ওয়ানডে ও টি, টোয়েন্টি মিলে খেলার সুযোগ হয়েছে ৫১ ম্যাচে। ঘরোয়া ক্রিকেটে, বিশেষ করে আইপিএলে নিয়মিত পারফর্ম করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে ভারতের দ্বিতীয় সারির দলে রাখা হতো, যে দলে একাধিক শীর্ষ তারকা, এমনকি প্রধান কোচকেও বিশ্রাম দেওয়া হতো।

সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও স্যামসন এতগুলো বছর কেন ভারতীয় দলে নিয়মিত জায়গা পাননি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তাঁর বাবা স্যামসন বিশ্বনাথ। তিনি সরাসরি ভারতের তিন তারকা অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান কোচকে দায়ী করেছেন।

মালয়ালম ভাষার টিভি চ্যানেল 'মিডিয়া ওয়ান টিভি'কে বিশ্বনাথ বলেছেন, 'তিন-চার জন মানুষ আছে, যারা আমার ছেলের ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছে। ধোনি, বিরাট (কোহলি) ও রোহিতের মতো অধিনায়ক এবং কোচ (রাহুল) দ্রাবিড়;এই চারজন আমার ছেলের জীবন ধ্বংস করেছে। কিন্তু তারা সঞ্জুর (স্যামসন) যত বেশি ক্ষতি করেছে, সে আরও শক্তিশালী হয়ে সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

সঞ্জু স্যামসনের বাবার দাবি একেবারে ভিত্তিহীনও নয়। ৯ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে স্যামসন এখন পর্যন্ত যে ৫১টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন, এর ৪০টিতেই ধোনি, কোহলি কিংবা রোহিত অধিনায়ক ছিলেন না। রাহুল দ্রাবিড় কোচ থাকাকালেও স্যামসন খুব বেশি ম্যাচে সুযোগ পাননি। বরং ভিভিএস লক্ষ্মণকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) যখন দল ঘোষণা করে, তখনই একাদশে বেশি সুযোগ পেয়েছেন স্যামসন।

ধোনির নেতৃত্বে কখনোই ভারতীয় দলের একাদশে জায়গা হয়নি স্যামসনের। এ ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ হতে পারে, ধোনি,স্যামসন দুজনই উইকেটকিপার। তা ছাড়া আউটফিল্ডে স্যামসনের ফিল্ডিং করার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাই ধোনির সময়ে স্যামসনকে স্কোয়াডে রাখা হলেও একাদশে জায়গা হতো না।

ধোনির পর ভারতের অধিনায়ক হন কোহলি। তাঁর নেতৃত্বে পাঁচটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন স্যামসন। আর বর্তমান টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিতের নেতৃত্বে খেলেছেন ছয় ম্যাচ। সর্বশেষ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও স্যামসনকে রিজার্ভ দলে রেখেছিলেন রোহিত,দ্রাবিড়।

সেই টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এই সংস্করণকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন রোহিত। চুক্তির মেয়াদ শেষে দায়িত্ব ছেড়েছেন দ্রাবিড়ও। এর পর থেকে নতুন টি, টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ওপেনার হিসেবে স্যামসনের ওপর আস্থা রেখে চলেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণের আস্থা তো আগে থেকেই ছিল।

সবুজ মেরুনের মিলনোৎসবেই যেন বাগান নির্বাচনের হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুজোর ঢাকের বাদ্যি থেমেছে, তাতেই যেন নির্বাচনী দামামা বাজতে শুরু করেছে বাগান জুড়ে। উৎসব শেষে তাই মিলনোৎসব। উত্তর কলকাতাতেই সৃঞ্জয় বোসকে সামনে রেখে সিদ্ধার্থ (পপ) রায়, মিন্টু বাগরা বাগানের হাল ধরার জন্য প্রস্তুত। সম্প্রতি উত্তর কলকাতার ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে বেলগাছিয়ার রাণিকুঠিতে শুভেচ্ছা বিনিময়ে হাজির সবুজ মেরুন সদস্য-সমর্থকরা। মধ্যমণি অবশ্যই প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস। সৃঞ্জয় মাঠে যাননি ঠিকই, মোহনবাগানের ম্যাচ হলেই দেখতে গেছেন। টুটু বসুর মতোই ক্লাব অন্ত প্রাণ। ক্লাবের বাইরে সমস্ত বাগানের অনুষ্ঠানেও তাঁকে নিয়মিতই পাওয়া যায়। মোহনবাগান দিবস উপলক্ষ্যে হাওড়া, হুগলি, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় সৃঞ্জয় ঘনিষ্ঠ ফ্যান ক্লাবের অনুষ্ঠানে সশরীরে দেখা গিয়েছিল সৃঞ্জয় বসুকে। এবার তাঁকে দেখা গেল বেলগাছিয়ার রাণিকুঠিতে বুজ মেরুন উৎসবে। আহ্বায়ক সিদ্ধার্থ রায়, যাকে পপ নামেই সবাই চেনে, তিনি ছাড়াও মিন্টু বাগ, অতীন ঘোষের মেয়ে শ্রেয়া পান্ডে, একসময় অঞ্জন মিত্র ঘনিষ্ঠ স্বাধীন মল্লিক থেকে বর্তমান কমিটির ফুটবল সচিব স্বপন ওরফে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়ের পথের পথিক সঞ্জয় ঘোষ সবাই হাজির, এককথায় চাঁদের হাট এই মিলোৎসবে। যদিও সবুজ মেরুনের নামে এতবড় আয়োজনে দেখা নেই বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত থেকে কর্মসমিতির বাকি সদস্যদের। তাহলে কি নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত? বাগানের পালতোলা নৌকোর হাল কার হাতে থাকবে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ২০২৫-এর ভোট অবধি। মাঠের বাইরের লড়াইয়ে বাগানে কে ফুল ফোটায় তাঁর দিকে তাকিয়ে আপামোর মোহনপ্রেমী জনতা।

গোয়েন্কার ধমক গোটা দলের ক্ষতি করেছিল! বললেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বার খুব একটা ভাল খেলতে পারেনি লখনউ সুপার জায়ান্টস। আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে পারেনি তারা। প্রতিযোগিতার শেষ দিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ১০ উইকেটে হারের পর মাঠেই অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে ধমক দিয়েছিলেন দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েন্ কা। তখনই জল্পনা শুরু হয়েছিল এ বার আর লখনউয়ে থাকবেন না রাহুল। সেটাই হয়েছে। গোয়েন্ কার সঙ্গে সেই ঘটনা নিয়ে এত দিনে মুখ খুললেন রাহুল। জানালেন, সেই ঘটনা গোটা দলকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতার খোঁজে এ বার লখনউ ছেড়েছেন তিনি।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রাহুল জানিয়েছেন, সে দিন যা হয়েছিল তা ভাল হয়নি। তিনি বলেন, ম্যাচের শেষে মাঠে যা হয়েছিল তা ভাল হয়নি। সকলে দেখেছিল। এই ধরনের ঘটনা ঠিক নয়। এতে গোটা দলের উপর প্রভাব পড়ে। সেটাই হয়েছিল। ওই ঘটনা গোটা দলের ক্ষতি করেছিল।

নতুন ভাবে আবার শুরু করতে চেয়েছিলেন রাহুল। চেয়েছিলেন এমন একটা দলে যেতে যেখানে স্বাধীনভাবে খেলতে পারেন তিনি।

সেই কারণেই লখনউ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাহুল বলেন, আমি আইপিএলে আবার নতুন ভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম স্বাধীন ভাবে খেলতে। এমন একটা দলে যেতে যেখানে সাজঘরের পরিবেশ এতটা চাপের না থাকে। কখনও কখনও ভাল কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়।

রাহুল সরাসরি গোয়েন্কার বিরুদ্ধে কিছু না বললেও তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট যে লখনউয়ের সাজঘরের পরিবেশ ভাল ছিল না। গোয়েন্ কা কি দলের ভিতর বেশি নাক গলাতেন? সেই কারণেই এই সমস্যা হয়েছিল? এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে রাহুলের কথায়।

চলতি বছর রাহুলকে দলে না রাখার বিষয়ে গোয়েন্ কা জানিয়েছেন, সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। তিনি বলেন, তজাহির খান, জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও বাকিদের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা এমন ক্রিকেটার চেয়েছিলাম যারা নিজেদের আগে দলকে রাখে। ব্যক্তিগত রেকর্ডের কথা ভেবে খেলে না। তাদেরকেই ধরে রেখেছি।দ গোয়েন্ কার কথা থেকে বোঝা গিয়েছিল, রাহুলকে সেই দলে রাখছেন না তিনি। এ বার রাহুলও নিজের পুরনো দল নিয়ে মুখ খুললেন।

গত চার বারের ইপিএল জয়ীদের টানা চার ম্যাচে হার! শেষের শুরু না শেষ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ বার যখন সিটি টানা চারটে ম্যাচে হারে তখনও পেপ গুয়ার্দিওলার কোচিং জীবন শুরুই হয়নি। তখন কেরিয়ারের সায়াহ্নে তিনি। মেক্সিকোর একটি ক্লাবে খেলছিলেন। তখনও সিটিকে কিনে নেয়নি আবু ধাবির রাজপরিবার। ইংল্যান্ডের ফুটবলে তখন দাপট চলছিল চেলসির। রোমান আব্রামোভিচের মালিকানাধীন দলের কোচ তখন হোসে মোরিনহো। সবে গোটা বিশ্বে বিখ্যাত হতে শুরু করেছেন। সিটির একটানা হারের দিকে কারও নজরও পড়েনি। স্টুয়ার্ট পিয়ার্সের কোচিংয়ে ২০০৬ সালে সে বার টানা ছ'টি ম্যাচ হেরেছিল সিটি।

১৮ বছর আগের সেই সিটির সঙ্গে এখনকার সিটির কোনও মিল নেই। এই সিটিতে খেলেন বিশ্বের সেরা ফুটবলারেরা। দায়িত্বে বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচ। মালিক বিশ্বের অন্যতম ধনী রাজপরিবার। এখন সিটি একটা ম্যাচে হারলেও কাটাছেঁড়া হয়। সমালোচিত হন কোচ গুয়ার্দিওলা থেকে ফুটবলারেরা। টানা চার হারের পর ফুটবল বিশেষজ্ঞেরাও স্তম্ভিত। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি শেষের শুরু? না কি এখানেই সিটির দাপট শেষ? সাফল্য পেয়ে কি গুয়ার্দিওলা এবং তাঁর ফুটবলারেরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন? আর কোনও খিদে কি বেঁচে নেই? বের্নার্দো সিলভার 'ক্লাব গভীর অন্ধকারে রয়েছে' মন্তব্য নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে।

হয়তো চোটই সিটির অবনমনের কারণ। আবার হয়তো নয়। গুয়ার্দিওলার সাম্রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি কেভিন দ্য ব্রুইন এবং রদ্রি দীর্ঘ দিনের জন্য চোট পেয়ে বাইরে চলে গিয়েছেন। খেলা তৈরি করা থেকে রক্ষণ করা; দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়েছেন এই দু'জন। এ ছাড়া রুবেন দিয়াস, জ্যাক গ্রিলিশ, জেরেমি ডোকু, ইলখাই গুন্ডোয়ান, নাথান একে, ম্যানুয়েল আকাঞ্জি এবং ফিল ফোডেনরাও বার বার চোট পেয়েছেন। যাঁরা ফিরেছেন তাঁরা এখনও আগের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেননি। বের্নার্দো এবং কাইল ওয়াকারকে ক্লান্ত লেগেছে। ম্যাথেউস নুনেস এবং স্যাভিনহোর মতো তরুণ ফুটবলারেরা এখনও দলের কৌশলের সঙ্গে মানাতে পারেননি। ক্লান্তিও একটা কারণ। ভরা ক্লাব মরসুমের পর বেশির ভাগ ফুটবলারকে ইউরো কাপ এবং কোপা আমেরিকা খেলতে হয়েছে। চোট, ফর্ম হারানো, ক্লান্তি, বয়স এবং গুয়ার্দিওলার ভবিষ্যৎ; সব মিলিয়ে ভাল জায়গায় নেই সিটি। টিভিতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিয়মিত ধারাভাষ্য দেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার অর্ণব মণ্ডল। সিটির বেহাল দশা নিয়ে তাঁর মত, তণ্ডরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের চোট সিটিকে অনেকটা ভোগাচ্ছে। রদ্রির মতো ফুটবলার যে কোনও দলেই অমূল্য। ও যতটা জায়গা নিয়ে খেলতে পারে সেটা কেউ পারে না। সিটির চালিকাশক্তি ও। রদ্রি না থাকা যদি প্রথম ধাক্কা হয়, দ্বিতীয় ধাক্কা দ্য ব্রুইনের চোট। গোলের সময় ও যে রকম পাস বাড়ায়, সেটা বাকি কাউকে করতে দেখি না।

সিটি আজ যে জায়গায় রয়েছে তার পিছনে গুয়ার্দিওলার অবদান অনস্বীকার্য। সেরা ফুটবলারদের তো পেয়েছেনই, তাঁদের থেকে সেরাটা

বার করে আনতেও পেরেছেন। অনেক বেশি আগ্রাসী ফুটবল খেলে তাঁর দল। গতি নয়, নিখুঁত পাসিংয়ে প্রতিপক্ষকে শেষ করে দেয়। ডোকু, স্যাভিনহো, নুনেসরা বল ধরে খেলার মতো স্ট্রাইকার নন। তবে বুদ্ধিতে মাত করে দেন। আর্লিং হালান্ডকেও বিভিন্ন ভাবে খেলিয়ে দেখে নিয়েছেন গুয়ার্দিওলা। জুলিয়ান আলভারেস ক্লাব ছাড়ায় গোল করার জন্য এখন হালান্ডই আসল ভরসা সিটির। অর্ণব বললেন, হ্যালান্ড বড্ড একা পড়ে যাচ্ছে। ওকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। বল পাচ্ছে না। আরও একটা কথা বলব, ফোডেনের অফ ফর্ম সিটিকে মারাত্মক ভোগাচ্ছে। ফোডেনের গতি, আচমকা নেওয়া শট, ড্রিবলিং বাকিদের থেকে অনেক পরিণত। সেটার অভাব বোঝা যাচ্ছে।

ক্লাবের হাল কী ভাবে গুয়ার্দিওলা ফেরাতে পারেন সে দিকে নজর থাকবে। তিনি যদি আবার গতি এবং আক্রমণ-নির্ভর ফুটবলে ফিরে যান তা হলে সঠিক ফুটবলার নেই দলে। মাতেয়ো কোভাসিচের পাসিং ক্ষমতা আকর্ষণীয়। কিন্তু রদ্রির মতো শারীরিক সক্ষমতা নেই। মাঝে মাঝে মন্থর হয়ে পড়েন, যে দুর্বলতা কাজে লাগিয়েছে স্পোর্টিং বা ব্রাইটন। পাস করতে পারেন, এমন ফুটবলারে মিডফিল্ড ভরিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা। বল হারালে তাঁদের কারও ক্ষমতা নেই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার। দিয়াস এবং জন স্টোনসের মতো খেলোয়াড়দের অভাব বোঝা যাচ্ছে।

সমস্যা মেটাতে হয়তো গুয়ার্দিওলা মিডফিল্ডের চাপ কমিয়ে ফরোয়ার্ড লাইনকে নিখুঁত করতে চাইবেন। তবে কোনওটাই এখনও নিশ্চিত নয়। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, তাহাতে ১০ দিন রয়েছে। আপাতত মাথার চাপ ফাঁকা করতে চাই। খেলোয়াড়েরা ফিট হয়ে ফিরুক। তার পর নতুন করে ভাববা।দ

এ মরসুমের শেষে গুয়ার্দিওলার সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে সিটির। তিনি আর ইংরেজ ক্লাবে থাকবেন কি না জল্পনা চলছে। তবে সিটি এমন একটা দল যারা বার বার ঘুরে দাঁড়াতে জানে। যে ভাবে তাদের অধঃপতন হয়েছে তা সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি। তবে গুয়ার্দিওলা নিজে খুব একটা ভাবিত নন। আগের মতোই সাংবাদিক বৈঠকে ফুরফুরে মেজাজে দেখা যায় তাঁকে। মজার মজার উত্তরও দেন। স্পেন, জার্মানি, ইংল্যান্ডের নানা ক্লাবে কোচিং করানো গুয়ার্দিওলা ১৭ বছরের কোচিং কেরিয়ারে কোনও দিন টানা চারটি ম্যাচে হারেননি। তাঁর কাছে এটি সঙ্কট তো বটেই। যদিও ব্রাইটনের কাছে হারের পর তিনি বলেছেন, তজীবনের এক বার তো এ ধরনের পরিস্থিতি আসবেই। সব কিছুরই প্রথম থাকে।দ একই কথা শোনা গেল অর্ণবের গলাতেও। তিনি বললেন, তআসলে যে কোনও কোচেরই একটা খারাপ সময় যায়। সিটি তো টানা চার বার ইপিএল জিতেছে। সেটা তো কেউ বলছে না। গুয়ার্দিওলা নিজেই তো বলেছে, এ বার অন্য কেউ ট্রফি পেলেও ওর সমস্যা নেই। আমার ধারণা, কয়েকটা ফুটবলার ফিরে পেলেই সিটি আবার আগের রূপে ফিরবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**